

প্রসপেক্টাস ২০২৭

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল
প্রি-স্কুল, জুনিয়র ও সিনিয়র কেজি থেকে ৯ম শ্রেণি
ধারাবাহিক ক্লাস উন্নয়ন

ইউকা হিফয স্কুল
নুরানি। নাযেরা। হিফয। সাফার আন নূর। তাখসিস

আবাসিক (বালক)। অনাবাসিক

মর্নিং শিফট। ডে শিফট

বালক-বালিকা পৃথক

জাতীয় সংগীত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমার বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হয়, হয় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমার বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥

কী শোভা, কী ছায়া গো,
কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে ।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হয়, হয় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।

ইউকা সংগীত

জ্ঞানের শক্তি দিয়ে হই বিকশিত
মানুষের কল্যাণে মানুষ হয়ে
দূর করে মিথ্যা আঁধার কালো
জ্বালবো আলোক শিখা অন্তরে॥
সঠিক জ্ঞান জীবনযাপন, সুখময় করতে উভয় জীবন
ইউকার শিক্ষায় আছে আয়োজন॥

জন্মগত আছে ভিত্তি জ্ঞান
সঠিক তথ্যে করি উৎকর্ষ
মিথ্যার কালো ছায়ায় ভুল করে
হতে দেবো না অপকর্ষ॥
সঠিক জ্ঞান জীবনযাপন, সুখময় করতে উভয় জীবন
ইউকার শিক্ষায় আছে আয়োজন॥

আর নয় অন্ধ অনুসরণ
যাচাই করে নেবো কোনটি সঠিক
যুগোপযোগী হতে প্রকৃত মানুষ
ইউকার শিক্ষায় আছে সবদিক॥

সৎ ও দক্ষ মানুষ হব
প্রত্যয়দীপ্ত নিলাম শপথ
সফল জীবন পেতে চলি
জ্ঞান ও বিশ্বাসে জীবনপথ॥
সঠিক জ্ঞান জীবনযাপন, সুখময় করতে উভয় জীবন
ইউকার শিক্ষায় আছে আয়োজন॥

কথা ও সুর : এএইচএম সাজ্জাদ হোসাইন

সভাপতির বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর জ্ঞান হচ্ছে ব্যক্তি ও জাতির মর্যাদার প্রতীক। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বা জাতি যত বেশি জ্ঞানী, সে ব্যক্তি বা জাতি তত বেশি মর্যাদাসম্পন্ন ও শক্তিশালী। মানবজাতির মর্যাদা অন্য সকল সৃষ্টিগত জাতির চেয়ে বেশি হওয়ার কারণ হলো— জ্ঞান। শুধু জ্ঞানের শক্তি দিয়েই সবকিছু জয় করা যায়। অন্য কোনো শক্তি দিয়ে নয়।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো— মানুষ মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। মহান স্রষ্টা সকল মানুষকে জন্মগতভাবেই ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। আর শিক্ষার উদ্দেশ্য ধর্মীয় গ্রন্থ, বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও সত্য উদাহরণ ইত্যাদি তথ্যের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তিকে (বোধশক্তি) আরও উৎকর্ষিত করা। এজন্য প্রকৃত মানুষ হতে হলে একই সাথে বৈষয়িক ও ধর্মীয় জ্ঞানার্জন আবশ্যিক।

আমাদের দেশে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু প্রকৃত মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য। প্রকৃত মানুষ তৈরির মূল শক্তি হলো নির্ভুল জ্ঞান। আর নির্ভুল জ্ঞানার্জনের সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ব্যবস্থা হচ্ছে সঠিক শিক্ষাব্যবস্থা। পদ্ধতিগতভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দিন দিন উন্নত হচ্ছে। নতুন নতুন শিক্ষানীতি ও কারিকুলাম হচ্ছে, কিন্তু একটি জায়গায় আমাদের দুর্বলতা থেকেই যাচ্ছে, তা হলো শিক্ষার্থীদের নৈতিক উন্নয়ন এবং প্রকৃত মানুষ তৈরির একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল ও যুগোপযোগী কর্মমুখী পাঠ্যক্রম।

দেশের প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ উভয় শিক্ষাব্যবস্থাতেই অপূর্ণতা রয়েছে। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি এবং অন্যান্য বৈষয়িক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে। ঠিক তেমনি সাধারণ শিক্ষাও সঠিক ধর্মীয় বিষয় থেকে অনেক পিছিয়ে। দুই ধারার শিক্ষিত মানুষই বঞ্চিত হচ্ছে কাক্ষিত ও কর্মমুখী সঠিক শিক্ষা থেকে। সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে— উভয় শিক্ষাতেই কিছু মৌলিক ভুল শিক্ষার কারণে মানুষের জন্মগত জ্ঞান অবদমিত হয় এবং অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। ফলে প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। তাই সমন্বিত এবং নির্ভুল শিক্ষাই পারে প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে। এই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

মুখস্থনির্ভর শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসবিএ, সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা, যোগ্যতাভিত্তিক কারিকুলাম ইত্যাদি এর অন্যতম। এ জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষকদের

অনেকেই বিষয়গুলো প্রয়োগ করতে পারছেন না এবং আমাদের সন্তানরাও মুখস্থ নির্ভরতা থেকে বের হতে পারছে না। ফলে এসডিজি-৪ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে পূর্ণতা দেওয়া ও মানসম্মত করার লক্ষ্য নিয়ে আপডেটেড নলেজ একাডেমি (ইউকা) কলেজিয়েট স্কুল প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা উৎকর্ষের লক্ষ্যে অন্যান্য সকল বিষয়ের পাশাপাশি প্রি-স্কুল থেকে মুসলিম শিক্ষার্থীর জন্য কুরআন-সুন্নাহ এবং অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীকে স্ব স্ব ধর্মের মৌলিক জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রথম শ্রেণি থেকেই সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা এবং মাতৃভাষায় বিশেষ পারদর্শিতার পাশাপাশি ইংরেজি ও আরবি ভাষা শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যাতে করে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে তিন ভাষার সাবলীল ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া ইউকা কলেজিয়েট স্কুলের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার গুণগত মান রক্ষার জন্য আদর্শ ও দক্ষ শিক্ষক তৈরি এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার পরও ইউকার এ ব্যতিক্রমী যুগোপযোগী উদ্যোগ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে বলে আমি মনে করি। নৈতিকতা ও দক্ষতাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক মানুষ তৈরি করা ইউকার মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং প্রিয় সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনে সকলের গঠনমূলক পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
MBBS (DMC), FRCS (Glasgow)
গবেষক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ সার্জন
প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, ইউকা কলেজিয়েট স্কুল

অধ্যক্ষের বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ রহমত ও করুণায় ইউকা কলেজিয়েট স্কুল জ্ঞান, নৈতিকতা ও ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার এক অনন্য বাতিঘর হিসেবে এগিয়ে চলেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আমাদের লক্ষ্য- শিক্ষার্থীদের এমনভাবে গড়ে তোলা, যেন তারা কুরআন-সুন্নাহর আদর্শে আলোকিত হয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ, সুশিক্ষিত, মানবিক ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- জেনারেল শিক্ষার পাশাপাশি হিফযুল কুরআনের সুব্যবস্থা। আমরা বিশ্বাস করি, যে শিক্ষা মানুষকে আল্লাহসচেতন, নৈতিকতা ও মানবকল্যাণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। তাই একাডেমিক উৎকর্ষের পাশাপাশি চরিত্র গঠন, শৃঙ্খলা, আদব-আখলাক এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশেও আমরা সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল গতানুগতিক ধারার বাইরে একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এর শিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক ও ডিজিটাল। বর্তমানে আমাদের সন্তানদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ- শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং নির্ভুল বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ ও সরঞ্জাম। আপডেটেড নলেজ একাডেমি (ইউকা) কলেজিয়েট স্কুল অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিষয়টি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ২০২৬ সেশন থেকে আমাদের মাধ্যমিক শাখায় আন্তঃহাউজ কার্যক্রম চালু হয়েছে। এই কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মাঝে সুস্থ প্রতিযোগিতা, নেতৃত্ব, দলগত চেতনা, আত্মবিশ্বাস এবং সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী। পড়াশোনার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের বহুমাত্রিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে।

ইউকা-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো ইউকা হিফয স্কুল। হিফয স্কুলের কার্যক্রম একই ভবনে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে পরিচালিত হয়। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে সব বাবা-মায়ের স্বপ্নই থাকে আকাশছোঁয়া। সেই স্বপ্নের পূর্ণতা পায় তখনই, যখন পার্থিব সাফল্যের পাশাপাশি শিশুর হৃদয়ে মহান রবের কালামের নূর প্রজ্বলিত হয়। ইউকা হিফয স্কুল কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি আধুনিক জেনারেল শিক্ষার সাথে পবিত্র কুরআনের জ্ঞানের এক অনন্য সেতুবন্ধন। আমরা বিশ্বাস করি- কুরআন শিক্ষা কোনো প্রতিযোগিতার নাম

নয়, বরং একটি ভালোবাসার পথচলা। একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত ও হিফয যেন শিক্ষার্থীর জন্য আনন্দের হয়, সেই চিন্তা থেকেই আমাদের এই সুশৃঙ্খল ও চাপহীন কারিকুলাম সাজানো হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ইউকার যে সমস্ত পরিকল্পনা রয়েছে তা যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে প্রতিটি শিক্ষার্থী দক্ষ ও নৈতিকতাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক সুনামের হিসেবে গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল পরীক্ষার ফলাফল দিয়েই মূল্যায়িত হয় না, বরং একজন শিক্ষার্থীর চরিত্র, মূল্যবোধ, দায়িত্ববোধ এবং সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখার মানসিকতাই তার প্রকৃত পরিচয় বহন করে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের সকল শিক্ষক, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্টদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও নৈতিকতাসম্পন্ন শিক্ষকই পারেন শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষা দিতে। একটি প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যবস্থাপনা যথাযথ থাকলেও দক্ষ ও নৈতিকতাসম্পন্ন শিক্ষক না হলে শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষাদান করা সম্ভব হয় না। ইউকা শিক্ষকদের যথাযথ ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক শিক্ষক যাতে শিক্ষার্থীদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে তার মান উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেন সেদিকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবকমণ্ডলী এবং শুভানুধ্যায়ীদের, যাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও দু'আর ফলে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমাগত সাফল্যের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি, তিনি যেন ইউকা কলেজিয়েট স্কুলকে দীন ও দুনিয়ার কল্যাণমুখী আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কবুল করেন এবং আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন। আমীন!

মো. মুহসীন

অধ্যক্ষ

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল

আপডেটেড নলেজ একাডেমি

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

মিশন-ভিশন : দক্ষ ও নৈতিকতাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক মানুষ গঠন

স্লোগান : সঠিক জ্ঞান ও জীবনযাপন, সুখময় উভয় জীবন

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আমরা এ দেশকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। এ দেশটি পৃথিবীর বুকে একটি সম্মানজনক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোক তা দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে কামনা করি। দেশকে এ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে প্রয়োজন দক্ষ ও নৈতিকতাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক মানুষ। যুগোপযোগী মানসম্মত বাস্তবমুখী সঠিক শিক্ষাই পারে সেই কাঙ্ক্ষিত মানুষ গড়তে। সে কারণে জাতিসংঘ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসমূহের চার নম্বরে “কোয়ালিটি এডুকেশন”-এর ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সরকার স্বীকৃত তিনটি ধারা বিদ্যমান। যেমন- সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষা। মাদরাসা শিক্ষার মধ্যে একটি আলিয়া শিক্ষা ধারা। অন্যটি কওমী বা দেওবন্দী শিক্ষা ধারা। তিনটি ধারাতেই কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় সঠিক জ্ঞান শিক্ষার অভাব রয়েছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুল শিক্ষাও চালু রয়েছে। ফলে ধর্মীয় গোঁড়ামি, বিভেদ, কুসংস্কার, উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সকল ধর্মের সঠিক শিক্ষা।

প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ধারাকে দেশের শিক্ষাবিদগণ মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা মনে করে থাকেন। কিন্তু এ শিক্ষা ধারা থেকে শতকরা কতজন সৎ ও দক্ষ মানুষ তৈরি হচ্ছে তা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। যদি এই সংখ্যা শতকরা ৬০ জন হয় তবে মূলধারার শিক্ষা সফল বলা চলে। কিন্তু যদি সফলতার পরিমাণ শতকরা ১০/২০ হয় তবে বলতে হবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জনশুমারির বিবেচনায় শিক্ষিত জনসংখ্যা উপহার দিচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে অনেক ক্ষেত্রে সফল নয়।

মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে একজন মুসলিম শিক্ষার্থী কেন কুরআন তিলাওয়াত স্কুল থেকে শিখতে পারবে না, অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক ভাষা আরবি জানা থেকে কেন বঞ্চিত থাকবে? কেন একজন ভিন্নধর্মাবলম্বি শিক্ষার্থী তার ধর্মের মৌলিক শিক্ষা থেকে পিছিয়ে থাকবে? কেন একজন শিক্ষার্থী বাংলায় উৎকর্ষের পাশাপাশি কমপক্ষে ইংরেজি ও আরবি ভাষাতে দক্ষতা অর্জনে পিছিয়ে থাকবে?

তাই প্রচলিত অনেক স্কুল/মাদরাসা থাকা সত্ত্বেও **ইউকা কলেজিয়েট স্কুল** নামের ব্যতিক্রমধর্মী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পথ চলা। বাংলাদেশ সরকারের ন্যাশনাল কারিকুলাম অনুসরণ করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশ করে সঠিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে দক্ষ ও নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় **আপডেটেড নলেজ একাডেমি (ইউকা) কলেজিয়েট স্কুল**।

কোয়ালিটি এডুকেশন বাস্তবায়নে পদক্ষেপ

- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।
- অভিজ্ঞ অধ্যক্ষ, এডমিন টিম এবং অন্যান্য দক্ষ শিক্ষকদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও ক্লাস পরিচালনা।
- প্রত্যেক শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- শিক্ষাদানে মাল্টিমিডিয়া এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাসরুমে সর্বাধুনিক অডিও-ভিজুয়ালসহ ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা।
- আধুনিক ও যুগোপযোগী ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতির ব্যবহার।
- ভর্তি ও টিউশন ফি জমা, ফলাফল প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম অনলাইন ও অফলাইনে পরিচালনা।
- শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- শিক্ষকদের তিনটি ভাষাতেই দক্ষতার ওপর গুরুত্বারোপ।
- একাডেমিক আরবি বিষয়কে কুরআনিক আরবি হিসেবে পাঠদান করানোর ব্যবস্থা।
- দেশ ও বিদেশের স্কুল, আলিয়া ও কওমী মাদরাসা, ইংলিশ ভার্সন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-এর শিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা করে সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়ন।
- ব্রিটিশ কাউন্সিল পরিচালিত প্রাইমারি ইংলিশ টেস্ট এবং সেকেন্ডারি ইংলিশ টেস্ট-এ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা।
- ইউকা পাবলিকেশন-এর উদ্যোগে মানসম্পন্ন ক্লাসভিত্তিক স্বতন্ত্র বই প্রণয়ন ও পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিক্ষকদের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য ACR (বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন) প্রদান ও সে অনুযায়ী পদোন্নতি দেওয়ার ব্যবস্থা।
- পাঠদান কার্যক্রম গুণগত মানে আছে কিনা তার চেকলিস্ট তৈরি এবং পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা।
- পূর্ণাঙ্গ লেসন প্ল্যান অনুসরণ নিশ্চিত করতে শিক্ষক ডায়েরি প্রবর্তন।
- শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য ই-বাসের ব্যবস্থা।

ইউকা স্কুলের বৈশিষ্ট্য

আমাদের সন্তানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর পরও তাদের মধ্যে শিক্ষার অসম্পূর্ণতা লক্ষ করা যায়। ফলে বিভিন্ন প্রাইভেট, কোচিং, টিউশন ইত্যাদি নিয়ে অভিভাবকগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এ অবস্থা নিরসনে একই প্রতিষ্ঠানে সকল ধরনের সেবা ও পরিষেবা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। ইউকা আয়োজন করেছে অত্যাধুনিক সমন্বিত শিক্ষাকার্যক্রম। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষা চালু আছে। আবার সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে বিভিন্ন ভাগ বা ভিন্ন ভিন্ন শাখা-উপশাখা এবং মৌলিক ভুল-ভ্রান্তি বিদ্যমান। ফলে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা চিন্তার অনৈক্য নিয়ে বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। আবার প্রাতিষ্ঠানিক সর্বোচ্চ শিক্ষা শেষ করেও প্রায় সকল শিক্ষার্থী শুদ্ধ বাংলা মাতৃভাষার সাথে কমপক্ষে ইংরেজি ও আরবির মতো আন্তর্জাতিক ভাষায় যথাযথ দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। বিভিন্নভাবে একজন শিক্ষার্থী শুরু থেকেই জীবন সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান একই প্রতিষ্ঠানে অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে না।

সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় জীবন পরিচালনায় আমাদের প্রিয় সন্তানরা ব্যর্থ হচ্ছে। ইউকা শিক্ষা কার্যক্রমে একজন শিক্ষার্থী শুরু থেকেই জীবনের প্রায় সকল মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ব্যবহারিক শিক্ষা পাওয়ায় তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তির (আকল/বিবেক/Common sense) সার্বিক ক্রমবিকাশ নিশ্চিত হবে। ধর্মীয় শিক্ষাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করার কারণে ধর্মীয় অন্ধত্ব, গোঁড়ামী, উগ্রতা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। ইউকা ধর্মীয় শিক্ষাকে সুচিন্তিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করায় ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইউকা একটি ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেখানে শিক্ষার্থী মাতৃভাষা বাংলা সঠিক উচ্চারণে সুন্দর করে বলা ও সঠিকভাবে লেখার পাশাপাশি ইংরেজি ও আরবি ভাষাতেও হয়ে উঠবে পারদর্শী।

ইউকা কেন ব্যতিক্রম

- ইউকা একটি অত্যাধুনিক সমন্বিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
- নীতিবান ও দক্ষ জনশক্তি গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরিতে যথাযথ গুরুত্বারোপ।

- শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে একটি সমন্বিত ত্রিমাত্রিক সেতুবন্ধন তৈরির মাধ্যমে কাজক্ষিত শিক্ষা অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।
- আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম অর্থাৎ বিভিন্ন অ্যাপস, ওয়েবসাইট, ফেসবুক, ইউটিউবসহ প্রভৃতি যোগাযোগ মাধ্যমে সর্বোচ্চ তথ্য নিশ্চিত করার ব্যবস্থা।
- শিল্প-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দক্ষতা, নৈতিকতা, শুদ্ধাচার, মানবিকতা, দেশপ্রেম, ভাষা ও যোগাযোগ, ধর্ম ইত্যাদি শ্রেণি উপযোগী সহশিক্ষা কার্যক্রম।
- প্রি-স্কুল থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সাধারণ ও মানব শারীরবিজ্ঞান ক্লাস উপযোগী করে শেখানোর ব্যবস্থা।
- মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে কাজক্ষিত মানের দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে উঠতে উন্নত চরিত্রের ওপর নম্বর প্রদান এবং নৈতিক মোটিভেশন।
- বাচনিক উৎকর্ষের ওপর গুরুত্বারোপ।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা অর্থাৎ ইউকার শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি তাদের প্রশ্ন করতেও উৎসাহিত করবেন।
- আইসিটি ক্লাসে ল্যাব ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ইউকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, প্রস্থান এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনে অভিভাবককে জানানোর ব্যবস্থা। যাতে করে অভিভাবক তার প্রিয় সন্তানের কর্মকাণ্ড ও অবস্থান নিশ্চিত হতে পারেন।
- যে সমস্ত শিক্ষার্থী সংগীত, অভিনয়, আবৃত্তি ও উপস্থাপনা, বক্তব্য, আলোচনা, তিলাওয়াত, বিতর্কসহ বিভিন্ন সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে পারদর্শী হবে তাদের পারফরমেন্স অডিও/ভিডিও রেকর্ডসহ স্যাটেলাইট চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়া ও বিভিন্ন মাধ্যমে সম্প্রচারের ব্যবস্থা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্প-এর আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন হাসপাতালের সাথে কর্পোরেট চুক্তির মাধ্যমে বিনা মূল্যে ব্লাড টেস্ট, মেডিক্যাল চেকআপ, কিডনী চেকআপ, দাঁতের প্রাথমিক চেকআপসহ প্রভৃতি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজন করে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা।
- শিশুদের সৃজনশীল মেধাবিকাশে সংগীত, আবৃত্তি ও উপস্থাপনা, চিত্রাঙ্কন ও ক্যালিগ্রাফি শেখার ব্যবস্থা।
- গঠনমূলক এবং মানবাধিকারমূলক কাজের সাথে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করে উদার মানসিকতাসম্পন্ন প্রকৃত মানুষ গঠনে সচেষ্ট ইউকা শিক্ষা কার্যক্রম, যাতে করে প্রতিটি শিক্ষার্থী মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করতে পারে।

- সম্মানিত অভিভাবকদের অবস্থান করার জন্য স্কুল কম্পাউন্ডে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুপরিসর ওয়েটিং স্পেস-এ সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা, অর্থ বুঝে সালাত শিক্ষা, ইসলাম শিক্ষা ও মোটিভেশন ক্লাস পরিচালনা।
- আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ স্কুল।
- শিশুদের খেলাধুলা, শারীরিক বিকাশ, নিরাপত্তা ও সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা।
- গুণগত মান রক্ষা এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে যথাযথ তত্ত্বাবধানের জন্য সীমিত আসন বিন্যাস।
- পর্যাপ্ত সহশিক্ষার কার্যাবলি পরিচালনার মাধ্যমে নানামুখী দক্ষতা ও নৈতিক মান বৃদ্ধির ব্যবস্থা।
- উন্নত পরিবেশ ও মানসম্পন্ন সমৃদ্ধ লাইব্রেরি (অনলাইন ও অফলাইন)।
- আদর্শ লিডারশীপ, গবেষক, লেখক ও আলোচক তৈরির লক্ষ্যে ক্যাম্পাসভিত্তিক ম্যাগাজিন প্রকাশ।
- শিশুদের আগ্রহ ও দক্ষতা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য গাইডলাইন ব্যবস্থা/ড্রিম ডায়েরি প্রবর্তন।
- ৮ম শ্রেণির মধ্যে মুসলিম শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ কুরআনের অনুবাদ কমপক্ষে একবার পড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা।
- সচেতন ও উন্নত চরিত্রবান দেশপ্রেমিক মানুষ গঠনের বিশেষ প্রোগ্রাম।
- আইসিটি সমৃদ্ধ (স্মার্ট টিভি, স্মার্ট বোর্ড, ফানিল বোর্ড) ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ।
- সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব।
- অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেম, সিসিটিভির মাধ্যমে ক্লাস ও প্রশাসনিক কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা।
- প্রি-স্কুল থেকেই মুসলিম শিক্ষার্থীদের কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীদের তাদের ধর্মের মৌলিক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা।
- ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- শিক্ষার্থীদের সঠিক পাঠদান এবং মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন স্তরের মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা।
- শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে বাংলা, ইংরেজি ও আরবি ভাষা গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেওয়া এবং তিন ভাষায় শুদ্ধ উচ্চারণে সুন্দর করে কথা বলা নিশ্চিত করতে বিশেষ প্রশিক্ষণ।
- 'নিজের কাজ নিজে করি' প্লোগানের মাধ্যমে শিশুদের নিজ নিজ কাজ করার প্রতি উৎসাহিত করার পদক্ষেপ।

- সকল শ্রেণি ও ধর্মের শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখার উদ্যোগ।
- অগ্রহীদের জন্য প্রেপ ক্লাস পরিচালনা এবং শ্রেণিকক্ষেই পাঠ আয়ত্ত করার ব্যবস্থা।
- ভালো ফল অর্জনে বিশেষ গাইডলাইন (প্রেপ ক্লাস, মাসিক টেস্ট, অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, কর্মশালা, বিশেষ নোট ও প্রশিক্ষণ)।

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল কেন বাংলা ভাষন?

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষন, ইংলিশ মিডিয়াম, মাদরাসা এবং আন্তর্জাতিক কারিকুলামসহ বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান। কিন্তু ইউকা কলেজিয়েট স্কুল বিশ্বাস করে, একটি জাতির টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে ওঠে তার মাতৃভাষাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং আধুনিক দক্ষতার সমন্বয়ে। সেই বিশ্বাস থেকেই ইউকা কলেজিয়েট স্কুল বাংলা ভাষন শিক্ষাব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালাও আল কুরআনের সুরা ইবরাহিমের ৪ নং আয়াতে এ ব্যাপারে বলেছেন- আর আমরা প্রত্যেক রসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের জন্য (অবতীর্ণ কিতাব) পরিকল্পনামূলক বর্ণনা করতে পারে... ...। আমরা মনে করি, বাংলা ভাষন মানেই প্রচলিত বা সাধারণ শিক্ষা নয়, বরং এটি এমন একটি শিক্ষাধারা, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় বিষয়গুলো গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে, সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি গড়ে তুলতে পারে এবং নিজের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধন তৈরি করতে পারে। শুধু তাই নয় আমাদের শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ। তাই ইউকা কলেজিয়েট স্কুল এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যারা হবে মাতৃভাষাভিত্তিক জ্ঞানসমৃদ্ধ, নৈতিক, সৃজনশীল ও দেশপ্রেমিক।

একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল একটি গবেষণাধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। “সঠিক জ্ঞান ও জীবনযাপন, সুখময় উভয় জীবন” এ শ্লোগানকে সামনে রেখে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিটি স্তর- কারিকুলাম, পাঠ পরিকল্পনা, সিলেবাস, পাঠদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং শিক্ষা উপকরণ, দেশ-বিদেশের আধুনিক শিক্ষাধারা, জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষার্থীদের বয়স ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদার আলোকে গবেষণার মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য শুধু পাঠ্যবই শেষ করা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, সৃজনশীলতা, নৈতিকতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলির সমন্বিত বিকাশ নিশ্চিত করা। তাই ইউকা কলেজিয়েট স্কুলে প্রতিটি শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পিত, গবেষণানির্ভর এবং শিক্ষার্থীবান্ধব।

জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিনিয়ত শিক্ষাক্রম উন্নত করেছে। শিক্ষাখাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইউকা কলেজিয়েট স্কুল সরকার অনুমোদিত ও প্রণীত ন্যাশনাল কারিকুলাম সফলভাবে অনুসরণ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ভর্তিসংক্রান্ত তথ্য ও নীতিমালা

ইউকা কলেজিয়েট স্কুলের মূল লক্ষ্য হলো— গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ, আধুনিক জ্ঞান, ইসলামী আদর্শ এবং সৃজনশীলতার সমন্বয়ে এমন একটি আদর্শ প্রজন্ম গড়ে তোলা, যারা ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির যোগ্য নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থীর প্রতি ব্যক্তিগত যত্ন, নিবিড় একাডেমিক তত্ত্বাবধান এবং চরিত্র গঠনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ কারণেই ইউকা কলেজিয়েট স্কুলে সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। আমরা বিশ্বাস করি, সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে পরিকল্পিত ও গবেষণানির্ভর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মেধা, নৈতিকতা, নেতৃত্ব, সৃজনশীলতা এবং জীবনদক্ষতার সর্বোচ্চ বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব। তাই ভর্তি প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহ, শিক্ষাগত সম্ভাবনা, শৃঙ্খলাবোধ এবং উত্তম চরিত্রকে গুরুত্ব দিয়ে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করা হয়। ইউকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি মানেই কেবল একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি নয়, বরং একটি গবেষণাভিত্তিক, মূল্যবোধনির্ভর এবং ভবিষ্যৎমুখী শিক্ষা পরিবারের অংশ হওয়ার সুযোগ।

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল শিক্ষার্থীর বেসিক অবস্থান জানা, বোঝা ও নির্ণয়ের জন্য ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা রেখেছে। তাই ১ম থেকে ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইউকা কলেজিয়েট স্কুলের ইনফরমেশন ডেস্ক থেকে ২০০ টাকা প্রদানের মাধ্যমে ফর্ম সংগ্রহ করে নিয়ম অনুযায়ী পূরণ করে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি অনলাইনের মাধ্যমেও নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফর্ম পূরণ করা যাবে। প্রি-স্কুল থেকে এসকেজি পর্যন্ত সরাসরি ভর্তি এবং ১ম-৯ম শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হবে। সাধারণত প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

আন্তঃহাউজভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা

শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের গুণাবলি, দলগত চেতনা, আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বিকাশের লক্ষ্যে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইউকা কলেজিয়েট স্কুলে আন্তঃহাউজ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাধ্যমিক শাখা) থেকে শিক্ষার্থীদেরকে হাউজভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। আন্তঃহাউজ কার্যক্রমের আওতায় বিতর্ক, বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও সৃজনশীল প্রতিযোগিতা,

বাংলা কবিতা আবৃত্তি, ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি, কিরাত ও আযান প্রতিযোগিতা, ক্লিননেস কম্পিটিশন, খেলাধুলাসহ বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, নেতৃত্ব এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিচ্ছে।

নীতিবান ও দক্ষ জনশক্তি গঠন

চিরসত্য কথা হলো— যে সমস্ত মানুষ সৎ কিন্তু বাস্তবিক কাজে দক্ষ নয় তাদের মাধ্যমে যেমন কোনো কাজে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়, তেমনিভাবে যারা দক্ষ কিন্তু সৎ নয় তাদের মাধ্যমেও সফলতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ উভয় দিকে ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা পেলে তার পক্ষে জাগতিক ও পারলৌকিক জীবনে সফল হওয়া সম্ভব। সততা ও দক্ষতার সাথে আরেকটি বিশেষ গুণ থাকতে হবে তা হলো— দেশপ্রেম। দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি ও স্বার্থ সুরক্ষায় একজন দেশপ্রেমিক জীবনও বিলিয়ে দিতে পারে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ তার প্রকৃত সত্য উদাহরণ। এজন্য ইউকায় রয়েছে বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি মৌলিক বিষয় গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা। যেন প্রতিটি শিক্ষার্থী দেশপ্রেমের চেতনায় গড়ে ওঠতে পারে। সর্বোপরি ইউকার শিক্ষা কার্যক্রমে প্রতিটি শিক্ষার্থী দক্ষ ও নৈতিকতাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে।

বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি

ইউকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরিতে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বর্তমান বিশ্বকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি দেশের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত সহিংসতা এবং মতানৈক্যের কারণে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ প্রায় ধ্বংসের পথে। অথচ আদি পিতা-মাতার (আদম ও হাওয়া আ.) সূত্রে পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষ ভাই-বোন। মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো— মানুষ মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। অন্যদিকে প্রতিটি ধর্মের অসংখ্য মৌলিক বিষয় অভিন্ন। সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে ইউকা এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করতে চায়, যারা প্রকৃত মানুষ হয়ে অপর মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। অর্থাৎ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করবে।

ত্রিমাত্রিক সমন্বিত প্রচেষ্টা

ইউকা মনে করে একজন শিক্ষার্থীর সঠিক শিক্ষা অর্জন করতে মেধা ও অধ্যবসায় যেমন প্রয়োজন, তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা। শিক্ষার্থীর মানসিকতা বুঝে যথাযথ শিখন কৌশল প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থী খুব সহজেই সঠিক শিক্ষা অর্জন করতে পারে। শিক্ষকের সঠিক তত্ত্বাবধান, ভালোবাসাপূর্ণ শিখন কৌশল শিক্ষার্থীকে শেখার প্রতি

আগ্রহী করে তোলে, শিক্ষার প্রতি ভীতি দূর হয় এবং আনন্দের সাথে শিক্ষা অর্জন করে। এর সাথে অভিভাবকের যথাযথ তত্ত্বাবধান, সন্তানের নানা বিষয়ে শিক্ষককে জানানো এবং নিয়মিত পরামর্শ শিক্ষার্থীর শিক্ষা অর্জনে ব্যাপক সহায়ক। ইউকা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে একটি সমন্বিত ত্রিমাত্রিক সেতুবন্ধন তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাজক্ষিত শিক্ষা অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

শ্রেণি উপযোগী সহশিক্ষা কার্যক্রম

- **শিল্প ও সংস্কৃতি** : দেশীয় শিল্প ও সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে শিশুতোষ ছড়া ও ছড়াগান, কবিতা আবৃত্তি, সংগীত, গল্প বলা, চিত্রাঙ্কন, ক্যালিগ্রাফি, বিভিন্ন ধরনের শারীরিক কসরত এবং সুস্থ ধারার নির্দেশ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা।
- **জ্ঞান-বিজ্ঞান** : পারিপার্শ্বিক, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, বিজ্ঞান মেলা ও প্রজেক্ট প্রদর্শন, আর্ট ও ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শন, ক্রাফট প্রদর্শন, দৈনন্দিন ব্যবহার সামগ্রীর জ্ঞান ইত্যাদি।
- **প্রজ্ঞা ও দক্ষতা** : সঠিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তিকে উৎকর্ষিত করে জীবনের বিভিন্ন প্রায়োগিক কাজে ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- **নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার** : কথা ও কাজে তথা সঠিক জীবনাচার, বিনয়, শুদ্ধাচার ও সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আদর্শ ও প্রকৃত মানুষ তৈরি।
- **মানবিকতা** : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ।
- **দেশপ্রেম** : নিজের দেশ সম্পর্কে জানা এবং দেশপ্রেমিক আদর্শ সূনাগরিক তৈরি।
- **ভাষা** : মাতৃভাষা বাংলা এবং আরও দুটি আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি ও আরবি শেখার ব্যবস্থা।
- **ধর্ম** : মুসলিমদের মর্মার্থসহ কুরআন তিলাওয়াত, সুরা ও বিষয়ভিত্তিক আয়াত মুখস্থকরণ, প্রয়োজনীয় দু'আ ও হাদীসসহ ইসলাম ধর্মের মৌলিক তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়। হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মের মৌলিক তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়। সকল ধর্মের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি।

কুরআনিক আরবি

ইউকা কলেজিয়েট স্কুলের কুরআনিক আরবি পাঠ্যক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা কেবল আরবি ভাষা শিখেই সীমাবদ্ধ না থেকে অর্থ বুঝে কুরআন অধ্যয়ন

করতে সক্ষম হয়। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য পাঠ্যক্রমে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—

- সহীহ কুরআন তিলাওয়াত— শুদ্ধ ও সাবলীল তিলাওয়াত শিখন।
- আরবি ব্যাকরণ— কুরআনের ভাষা সহজে বুঝতে প্রয়োজনীয় মৌলিক ব্যাকরণ শিক্ষা।
- কুরআনিক অভিধান— কুরআনে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দভান্ডার ও শব্দার্থ শেখানো।
- কুরআন মুখস্থ— শ্রেণি উপযোগী সূরা ও নির্বাচিত আয়াত মুখস্থ করার ব্যবস্থা।
- কুরআনের অনুবাদ— ধাপে ধাপে অর্থ বুঝে কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে কুরআনের বিধান-সংবলিত আয়াতসমূহ প্রথম থেকে শুরু করে অষ্টম শ্রেণির মধ্যে পড়ানো।

পাশাপাশি প্রতিটি ক্লাসে এ্যাসেম্বলির সময় ফর্ম টিচার প্রতিদিন ৫-৭টি করে কুরআনের আয়াতের অনুবাদ পড়ে শোনান ও শিক্ষার্থী কী বুঝতে পেরেছে তার ফিডব্যাক গ্রহণ করেন। ফলে একজন শিক্ষার্থী এ স্কুলে ১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করলে পুরো কুরআনের অনুবাদ কমপক্ষে একবার তার পড়া হয়ে যাবে। আমাদের লক্ষ্য কেবল কুরআন তিলাওয়াত শেখানো নয়, বরং শিক্ষার্থীরা যেন কুরআনের বাণী বুঝে, অনুধাবন করে এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে। এ সমন্বিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কুরআন শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত, অর্থসহ অনুধাবন এবং বাস্তব জীবনে এর শিক্ষা অনুসরণের যোগ্যতা অর্জন করার মাধ্যমে তারা নৈতিকতা, আল্লাহ সচেতনতা ও উত্তম চরিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনে প্রস্তুত হবে, ইনশাআল্লাহ।

সাধারণ ও মানব শারীরবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান

বিজ্ঞান ছাড়া মানুষের জীবন আজ অচল। অন্যদিকে সকল ধর্মের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো মানুষ। তাই মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকলে কুরআন ও সুন্নাহ এবং অন্যান্য ধর্মের অনেক কিছু সঠিকভাবে বোঝা ও ব্যাখ্যা করা যায় না। এ বিষয়ে বর্তমান ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। কওমী মাদরাসায় বিজ্ঞান পড়া গুনাহের কাজ মনে করা হতো। বর্তমানে খুব হালকাভাবে চালু করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষাতেও ১/৩ অংশ শিক্ষার্থীরা শুধু বিজ্ঞান গ্রুপে পড়ে। যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভর্তি হতে পারে তারা ছাড়া অন্যরা মানব শারীরবিজ্ঞান বিষয়ে জানার সুযোগ পায় না। ইউকা শুরু থেকে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সাধারণ ও মানব শারীরবিজ্ঞান ক্লাস উপযোগী করে শেখানোর ব্যবস্থা করেছে।

উন্নত চরিত্র গঠন

শিক্ষার্থীদের কেবল কিছু ধর্মীয় ও বৈষয়িক জ্ঞান বা কিছু মুখস্থনির্ভর পাঠদান করাই যথেষ্ট নয়। বাস্তবজীবনে সুশিক্ষার পাশাপাশি চরিত্রের উন্নয়ন ঘটানো অপরিহার্য। কর্মজীবনে

তারা যেন কোনো অন্যায় কাজের সাথে জড়িয়ে না পড়ে এবং মাদকাসক্ত, কিশোরগ্যাং ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে সে ধরনের বিশেষ শিক্ষা প্রদান। পিতামাতাসহ অন্যান্য মানুষের সাথে যাতে ভালো ব্যবহার করে, মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে কাজক্ষিত চরিত্রবান ও দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে ওঠে সেজন্য ইউকা ব্যবস্থা করেছে উন্নত চরিত্রের ওপর নম্বর প্রদান এবং নৈতিক মোটিভেশন।

ড্রিম ডায়েরি প্রচলন

ইউকা কলেজিয়েট স্কুলের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো— এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণে সহযোগিতা করা। শিক্ষার্থী তার জন্মগত সৃজনশীল প্রতিভা ও বোঁক প্রবণতার ভিত্তিতে উচ্চতর লেখাপড়া করলে ভবিষ্যৎ জীবনে ভালো করবে এবং তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। তাই কোন ধরনের পেশা গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে তা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারণ করার জন্য ইউকা স্কুল প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য ড্রিম ডায়েরি প্রচলন করেছে। প্রথম শ্রেণি থেকে শিক্ষার্থীকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে উচ্চতর শ্রেণিতে তার বিগত দিনের বোঁক প্রবণতা, পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষকের মতামত, অভিভাবকের মতামত এবং শিক্ষার্থীর যোগ্যতার ভিত্তিতে বিজ্ঞান, মানবিক নাকি ব্যবসায় বিভাগে পড়াশুনা করবে তার একটি বিজ্ঞানসন্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ড্রিম ডায়েরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তিনটি ভাষায় গুরুত্বারোপ

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের শিক্ষার্থী নিজ মাতৃভাষার পাশাপাশি কমপক্ষে আরও দুটি আন্তর্জাতিক ভাষায় দক্ষ। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা গিয়েছে অনেক শিক্ষার্থী মাতৃভাষা বাংলাও শুদ্ধ-সুন্দর করে বলতে পারে না। একাডেমিক পড়া শেষ করে তাদের ভর্তি হতে হয় ভাষা শিক্ষার আলাদা কোর্সে। এক্ষেত্রে ইউকা একটি ব্যতিক্রমী শিক্ষা চালু করেছে, যেখানে শিক্ষার্থী মাতৃভাষা বাংলা সঠিক উচ্চারণে সুন্দর করে বলা ও সঠিকভাবে লেখার পাশাপাশি ইংরেজি ও আরবিতেও হয়ে উঠবে পারদর্শী। বাংলাদেশ সরকার বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও আরবি ভাষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

বাচনিক উৎকর্ষে গুরুত্বারোপ

আমাদের দেশের স্কুলগুলোতে বাংলা, ইংরেজি ও আরবিতে লিখিত পরীক্ষা হয়। কিন্তু পরীক্ষা ব্যবস্থায় বাচনিক দক্ষতার ওপর নম্বর না থাকায় শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে খুব দুর্বল থাকে। ইউকা কলেজিয়েট স্কুল-এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে পরীক্ষায় শোনা ও বলা দক্ষতার ওপর নির্ধারিত নম্বর রাখা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকগণ যাতে সংশ্লিষ্ট ভাষায়

কথা বলে শিক্ষার্থীদের শোনা ও বলা দক্ষতার ওপর যত্নবান হন সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে।

শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা

পাঠদান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর না পেলে তাদের বিশ্বাস দুর্বল থেকে যায়। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা হয় না বা প্রশ্ন করতে দেওয়া হয় না। ফলে জ্ঞান অর্জনে বিশেষ করে ইসলামের অনেক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসে দুর্বলতা এবং নানা রকম সংশয় থেকে যায়। এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শয়তান ও তার দোসররা তাদেরকে সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। ইউকা এ বিষয়ে সচেতন। ইউকার শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেন। মনে রাখতে হবে—যে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করছে সে বিষয়টি নিয়ে ভাবছে বা চিন্তা করছে। এটি শিক্ষা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই তিরস্কার নয় সুন্দর প্রশ্নের জন্য প্রশংসা করতে হবে।

লাইব্রেরি ও ল্যাব ব্যবহার নিশ্চিত করা

শিক্ষার্থীরা যেন ছোটবেলা থেকে লাইব্রেরি ও ল্যাব ওয়ার্ক করতে অভ্যস্ত হয় সেজন্য সপ্তাহে ২/১ ঘণ্টা লাইব্রেরি এবং ল্যাবে হাতে কলমে কাজ করানোর বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইউকা কলেজিয়েট স্কুলে একাডেমিক, মুক্তিযুদ্ধ, চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান ও দেশপ্রেম, ধর্মীয়, বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সজ্জিত লাইব্রেরির ব্যবস্থা রয়েছে। ইউকা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ সায়েন্স ল্যাব নিয়মিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে এখানে সায়েন্স ল্যাবে ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে সরাসরি বিজ্ঞান ও আইসিটি শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

দৈনন্দিন কাজের প্রতিবেদন

একজন শিক্ষার্থী প্রতিদিন বাসায় কী কাজ করবে, কীভাবে করবে, কাজগুলো করা হলো কিনা, তার নৈতিকমান উন্নত হলো কিনা ইত্যাদি পর্যালোচনার জন্য শিক্ষার্থীর ডায়েরিতে দৈনন্দিন কাজের একটি চেকলিস্ট পূরণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এতে করে প্রত্যেক শিক্ষার্থী ভালো কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

অভিভাবকদের অবহিতকরণ

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, প্রশ্নান এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনে অভিভাবককে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যাতে করে অভিভাবক তার প্রিয় সন্তানের কর্মকাণ্ড ও অবস্থান নিশ্চিত হতে পারেন।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাইজড ক্লাসরুম

উন্নত পরিবেশ এবং যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে। ইউকা কলেজিয়েট স্কুল সকল শিক্ষার্থীকে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা উপকরণ এবং স্মার্ট শ্রেণিকক্ষের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছে। শ্রেণিকক্ষে স্মার্ট বোর্ড, এসি, স্মার্ট স্ক্রীনসহ উন্নত ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকমানের শিক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। মূল বইয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী পদ্ধতিতে প্রতিটি বিষয় ডিজিটাল কনটেন্ট-এর মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের জন্য রয়েছে- ডিজিটাল কনটেন্ট স্টোর। যেখানে লগ-ইন করে যেকোনো শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক পাঠ্যবিষয়ের ডিজিটাল কনটেন্ট সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষাদান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পত্রিকা ও ম্যাগাজিন প্রকাশ

আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে লেখক ও গবেষক হিসেবে তৈরি করা খুব জরুরি। গবেষক হতে হলে ভালো পাঠক এবং ভালো লেখক হওয়া অপরিহার্য। নিজের চিন্তাগুলো এখন থেকেই লেখায় প্রকাশ করতে পারলে এক সময় এসব শিক্ষার্থী বড়ো মাপের গবেষক ও লেখক হতে পারবে। সে বিবেচনায় ইউকা স্কুল বিভিন্ন সাময়িকী প্রকাশ ও পত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা করেছে। যাতে শিক্ষার্থীরা সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের খবরাখবর ছাড়াও কবিতা, গল্প, ছড়া, গান, নাটক, রম্যরচনা, বিষয়ভিত্তিক লেখা, অভিমত ইত্যাদি পড়া ও লেখার সুযোগ পায়। তারা শ্রেরণা পায় এবং বড়ো লেখক ও গবেষক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। ইউকা কলেজিয়েট স্কুলের এটি একটি বিশেষ উদ্যোগ।

প্রচার ও মিডিয়া

যে সকল শিক্ষার্থী সংগীত, অভিনয়, আবৃত্তি, উপস্থাপনা, বক্তব্য, আলোচনা, তিলাওয়াত, বিতর্কসহ আকর্ষণীয় মননশীল কার্যক্রমে পারদর্শী হবে তাদের পারফরমেন্স অডিও/ভিডিও রেকর্ডসহ স্যাটেলাইট চ্যানেল, সোস্যাল মিডিয়া ও বিভিন্ন মাধ্যমে সম্প্রচারের ব্যবস্থা রয়েছে।

স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও সচেতনতা

ইউকার শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানে শরীরচর্চা, খেলাধুলা, বিনোদন ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। সাধারণ মানব শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এতে করে শিক্ষার্থীরা নিজের শরীর সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানার্জন করবে এবং স্বাস্থ্য সচেতন হতে পারবে। শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য, আচরণ, সামাজিক দূরত্ব,

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জীবাণু সংক্রমণ ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত শিক্ষাদান করা হবে, যেন প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হতে পারে।

মানবকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ

মানুষ মানুষের কল্যাণের জন্য। গঠনমূলক এবং মানবাধিকারমূলক কাজের সাথে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করে উদার মানসিকতাসম্পন্ন প্রকৃত মানুষ গঠনে সচেষ্ট ইউকার শিক্ষা কার্যক্রম। যাতে করে প্রতিটি শিক্ষার্থী মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যার্তদের সহযোগিতা ইত্যাদি।

নিজস্ব ক্যাম্পাস

ইউকা শিক্ষা কার্যক্রমকে ধারাবাহিকভাবে কিডারগার্টেন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। ঢাকা শহরের অন্যতম শিক্ষা-জোন বাড্ডা এবং বসুন্ধরার মাঝামাঝি সাতারকুল ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটির পাশে নিজস্ব প্রায় তিন বিঘা জমির ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশে সুপারিসর স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় প্রয়োজনীয় শাখা ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত করা হবে, ইনশাআল্লাহ। এছাড়াও পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন বিভাগ ও জেলাতে ইউকা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

মনোরম ওয়েটিং স্পেস

বাস্তব কারণে সন্তানদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনেক অভিভাবক নিজে স্কুলে যান। প্রায় অধিকাংশ স্কুলে অভিভাবকদের অবস্থান করার জন্য সুন্দর পরিবেশ নেই। অনেক সময় দেখা যায় মেইন রাস্তায় সন্তানদের নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ফলে অভিভাবকদের নানা ঝামেলা ও হয়রানির শিকার হতে হয়। ইউকা কলেজিয়েট স্কুলে সম্মানিত অভিভাবকদের অবস্থান করার জন্য স্কুলের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুপারিসর মনোরম ওয়েটিং স্পেস রয়েছে। এছাড়াও অভিভাবকগণের অপেক্ষার সময়টি সুন্দরভাবে কাজে লাগানোর জন্য টিভি স্ক্রীনে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ভিডিও উপভোগ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ

শিক্ষা প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এজন্য বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ফ্রি করে দিয়েছে। কিন্তু প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হওয়ায় ফ্রি শিক্ষা

দেওয়ার ব্যবস্থা করা না গেলেও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও মেধাবী-দরিদ্র শিক্ষার্থীরা যাতে ইউকাতে পড়াশুনা করতে পারে সেজন্য স্কলারশিপ-এর ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও একই পরিবারের একাধিক শিক্ষার্থীর জন্য আর্থিক সুবিধাসহ বিশেষ বিবেচনার ব্যবস্থা রয়েছে।

বার্ষিক ক্যালেন্ডার

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকমণ্ডলীসহ সকলের ছুটি, পরীক্ষা, শিক্ষাসফর, একাডেমিক ক্লাস, অন্যান্য ক্লাস, প্রশাসনিক বিভিন্ন নির্দেশনা ইত্যাদি আগে থেকে জানতে পারে।

একাডেমিক ব্লক ক্যালেন্ডার বাস্তবায়ন

ইউকা কলেজিয়েট স্কুলে প্রতিবছর একটি সুপরিকল্পিত একাডেমিক ব্লক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। এতে শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই পুরো বছরের একাডেমিক, সহশিক্ষা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক কার্যক্রম তারিখভিত্তিক ও ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত করা থাকে। পাঠদান, মূল্যায়ন, মাসিক টেস্ট, পরীক্ষা, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, দিবস উদ্‌যাপন, অভিভাবক-শিক্ষক কার্যক্রমসহ নির্ধারিত কর্মসূচিগুলো পূর্বপরিকল্পিতভাবে ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক সবাই পুরো শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রম সম্পর্কে আগাম ধারণা লাভ করতে পারেন এবং প্রতিটি কর্মসূচি যথাসময়ে ও সুশৃঙ্খলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। পরিকল্পিত শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও কোনো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যেন বাদ না পড়ে এ লক্ষ্যেই ইউকা কলেজিয়েট স্কুলে ব্লক ক্যালেন্ডারকে শিক্ষাবর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক পরিকল্পনার উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল গবেষণাভিত্তিক, শিক্ষাবান্ধব ও সমন্বিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আধুনিক শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ভাষা দক্ষতা, শিল্প-সংস্কৃতি এবং জীবনমুখী শিক্ষার সমন্বয়ে এখানে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করা হয়। গবেষণানির্ভর কারিকুলাম, দক্ষ শিক্ষক, স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ, সমৃদ্ধ সহশিক্ষা কার্যক্রম এবং অভিভাবক-শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইউকা এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যারা হবে জ্ঞানসমৃদ্ধ, দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, সৃজনশীল, দেশপ্রেমিক এবং বিশ্বনাগরিক।

শ্রেণিবিন্যাস

বর্তমানে যে সমস্ত ক্লাস চালু আছে

শ্রেণি	বয়স		শাখা
প্রি-স্কুল (PS)	৩ বছর +		বালক-বালিকা একত্রে
জুনিয়র কেজি (JKG)	৪ বছর +		
সিনিয়র কেজি (SKG)	৫ বছর +		
প্রথম শ্রেণি (Class-1)	৬ বছর +		বালক-বালিকা পৃথক
দ্বিতীয় শ্রেণি (Class-2)	৭ বছর +		
তৃতীয় শ্রেণি (Class-3)	৮ বছর +		
চতুর্থ শ্রেণি (Class-4)	৯ বছর +		
পঞ্চম শ্রেণি (Class-5)	১০ বছর +		
ষষ্ঠ শ্রেণি (Class-6)	১১ বছর +		
সপ্তম শ্রেণি (Class-7)	১২ বছর +		
অষ্টম শ্রেণি (Class-8)	১৩ বছর +		
শ্রেণি	বয়স	বিভাগ	শাখা
নবম শ্রেণি (Class-9)	১৪ বছর +	বিজ্ঞান, মানবিক	বালক-বালিকা পৃথক

ইউকাতে (প্রতি বছর) পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত ক্লাসসমূহ চালু হবে-

শ্রেণি	বয়স	বিভাগ	শাখা
দশম শ্রেণি (Class-10)	১৫ বছর +	বিজ্ঞান, মানবিক	বালক-বালিকা পৃথক
একাদশ শ্রেণি (Class-11)	১৭ বছর +		
দ্বাদশ শ্রেণি (Class-12)	১৮ বছর +		

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল একটি সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম। ইউকাতে তিন ভাষা (বাংলা, ইংরেজি ও আরবি), জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এবং ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। শুরু থেকে ইউকা কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন না করলে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সহজ নাও হতে পারে।

শিক্ষার্থীর ধরন

আবাসিক (বালক) ও অনাবাসিক

আবাসিক

আবাসিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে নিয়মিত নিবিড় তত্ত্বাবধানে নৈতিকতাসম্পন্ন দক্ষ দেশপ্রেমিক মানুষ তৈরি করা সহজ হয়। ইউকা কলেজিয়েট স্কুল দূরে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে মনোরম আধুনিক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশে আবাসনের ব্যবস্থা করেছে। আবাসিক শিক্ষার্থীকে নিয়মিত রুটিন অনুযায়ী দৈনন্দিন পড়ালেখা এবং অন্যান্য কার্যক্রম করতে হয়। আবাসিক শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য রয়েছে নৈতিকতাসম্পন্ন দক্ষ হাউজ টিউটর এবং হাউজ মাস্টারগণ। যারা নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

- মনোরম শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ।
- নৈতিকতাসম্পন্ন দক্ষ হাউজ মাস্টার।
- নিয়মিত স্বাস্থ্যসম্মত সুস্বাদু খাবার ও নাস্তা।
- দৈনন্দিন ক্লাসের পড়া প্রস্তুতির জন্য প্রেপ (প্রিপারেটরি) ক্লাসের ব্যবস্থা।
- সুস্থধারার নির্মল ও নির্দোষ চিত্তবিনোদন, নিজস্ব প্লে-গ্রাউন্ডে ইনডোর ও আউটডোর খেলাধুলা।
- সরাসরি ও সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং ও সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উন্নতমানের আবাসন ব্যবস্থা।
- শুদ্ধ বাংলা, ইংরেজি ও আরবি কথোপকথনের মাধ্যমে ভাষা চর্চা।
- কম্পিউটার ব্যবহার, ম্যাগাজিন-পত্রিকা পাঠ, বিভিন্ন স্যাটেলাইট টিভি প্রোগ্রাম দেখার ব্যবস্থা।
- নির্ধারিত সময়ে অভিভাবকের সাথে সাক্ষাৎ, ফোন ও ভিডিও কলের মাধ্যমে কথা বলার ব্যবস্থা।
- উন্নত আচার-আচরণ তৈরিতে স্পেশাল কেয়ার।
- ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে যথাযথ নিয়ম-কানুন শেখানো, অনুষ্ঠানের শিক্ষাগ্রহণ ও বাস্তবায়নে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হাউজ মাস্টারগণের নিবিড় তত্ত্বাবধান।

- নির্ধারিত ক্লাসের/বয়সের ওপরে এবং ম্যাচিউরিটি বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের আবাসিক ভর্তি নেওয়া হয়।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের ক্লাস চলাকালীন সময়ে রুমে অবস্থান করা যাবে না।
- সাধারণ ও প্রেপ ক্লাসে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক।
- আবাসিকের সকল সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে সচেতন থাকতে হবে।
- ইউকা আবাসিক দুটি হাউজে ভাগ করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। হাউজগুলো হলো- ১. খান জাহান আলী হাউজ ২. শাহ মখদুম হাউজ।

আবাসিক নিয়মাবলি

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তুলতে চায়, যারা শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতার পাশাপাশি ইহকাল ও পরকালে সফল হওয়ার মতো সঠিক জ্ঞানার্জন করে দক্ষ, সুশৃঙ্খল, নৈতিকতাসম্পন্ন ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। তাই কাজক্ষিত মানের প্রজন্ম গড়ার লক্ষ্যে ২০২৬ সেশন থেকে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক উৎকর্ষতা, শৃঙ্খলা, নেতৃত্বগুণ, নৈতিকতা, আত্মনির্ভরশীলতা ও নিরাপদ আবাসিক জীবন নিশ্চিত করতে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মেধা, দক্ষতা ও সার্বিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বিভাজনের মাধ্যমে House System-এর আওতায় আনা হয়েছে। ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির সকল আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষার্থীকে বালক-বালিকা আলাদা করে মোট ৪টি হাউসে বিভক্ত করা হয়েছে। আবাসিক শিক্ষার্থীদের অবশ্যই তাদের হাউজের নিয়ম মেনে চলতে হবে ও নির্ধারিত হাউজে আবাসন থাকতে হবে। পাশাপাশি নিম্নোক্ত নিয়ম মেনে চলতে হবে।

◆ আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত নীতিমালা

১. আবাসিক অবস্থান : সংশ্লিষ্ট হাউজ অনুযায়ী আবাসিক সকল শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ নির্ধারিত হাউজে বাধ্যতামূলকভাবে অবস্থান করতে হবে। হাউজ টিচার, হাউজ মাস্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টাফদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২. অভিভাবক সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ : অভিভাবকগণ প্রতি মাসে নির্ধারিত একদিন ও নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন। তবে স্কুল কর্তৃক আয়োজিত Parents' Day-তে অভিভাবকদের উপস্থিতি আবশ্যিক।
৩. আবাসিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ : আবাসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লিখিত ও মৌখিক অনুমতি ব্যতীত কোনো শিক্ষার্থী আবাসিক এলাকা ত্যাগ করতে পারবে না।

- এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে আবাসিক এলাকা থেকে বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন না।
৪. পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা : শিক্ষার্থীদের থাকার রুম, বিছানা, পোশাক ও ব্যক্তিগত সামগ্রীর পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে প্রতি সপ্তাহে Room Cleanliness Competition এবং প্রতি মাসে House Cleanliness Competition ও Classroom Cleanliness Competition আয়োজন করা হবে। Classroom Cleanliness Competition-এ আবাসিক ও অনাবাসিক উভয় শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে।
 ৫. খাবার গ্রহণ সংক্রান্ত নিয়ম : নির্ধারিত সময় ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ক্যানটিন/ডাইনিংয়ে খাবার গ্রহণ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই রুমে খাবার নেওয়া বা সংরক্ষণ করা যাবে না।
 ৬. আবাসিকে নিষিদ্ধ সামগ্রী : নিম্নোক্ত সামগ্রী আবাসিক এলাকায় আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যথা- মোবাইল ফোন, গেমিং ডিভাইস, যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিক গ্যাজেট, Fast Food/অপ্রয়োজনীয় Dry Food, ধারালো কোনো বস্তু, নগদ অর্থ, যেকোনো ধরনের ক্ষতিকর বা ঝুঁকিপূর্ণ সামগ্রী।
 ৭. আবাসিক শিক্ষার্থীদের আনতে হবে এমন সামগ্রী : প্রত্যেক আবাসিক শিক্ষার্থীকে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঙ্গে আনতে হবে। যথা- স্কুলের ইউনিফর্ম- ২ সেট, Prep Dress- ২ সেট, Prayer Dress- সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি, স্কুল কর্তৃক নির্ধারিত জুতা, টাওয়াল/গামছা- ১টি, ভেস্ট- ২টি, Socks- ২ সেট
 ৮. দৈনন্দিন রুটিন অনুসরণ : নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী নিম্নোক্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। যথা- PT, সালাত, একাডেমিক ক্লাস, Study Hour/Prep Class, নির্ধারিত সময়ের বিশ্রাম, অন্যান্য নির্ধারিত আবাসিক কার্যক্রম।
 ৯. শিক্ষার্থীদের আচরণ ও শালীনতা : আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষার্থী, সহপাঠী, শিক্ষকবৃন্দ, ডিউটি টিচার, হাউজ মাস্টার, হাউজ টিউটর, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি যথাযথ সম্মান, ভদ্রতা, বিনয়, শৃঙ্খলা ও শালীনতা বজায় রাখা বাধ্যতামূলক।
 ১০. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা : নীতিমালা ভঙ্গের ক্ষেত্রে অপরাধের ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যথা- Warning Letter, House Points কর্তন, Parents' Call, প্রয়োজন অনুযায়ী আবাসিক সুবিধা বাতিল, গুরুতর ক্ষেত্রে স্কুল থেকে সাময়িক বা স্থায়ী বহিষ্কার।

১১. হাউজ পয়েন্ট ও পুরস্কার : আবাসিক ও অনাবাসিক সকল হাউজের শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা, একাডেমিক ফলাফল, Co-curricular ও Extra-curricular Activities, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, নেতৃত্বগুণ ও আচরণের ওপর নির্ধারিত হারে ব্যক্তি ও হাউজ পয়েন্ট প্রদান করা হবে। বছর শেষে সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী হাউজকে “Champion House Trophy” প্রদান করা হবে।
১২. মাসিক শিক্ষা ও বিনোদনমূলক ভ্রমণ : শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ, জ্ঞানার্জন, সামাজিক দক্ষতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি মাসে অন্তত একবার শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হবে। এ ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেশের বিভিন্ন দর্শনীয়, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক স্থান পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ও স্টাফদের তত্ত্বাবধানে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
১৩. Spoken English ও Communication Skills উন্নয়ন : শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষায় কথা বলার দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও যোগাযোগের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত একাডেমিক ক্লাসের পাশাপাশি আলাদা Spoken English & Communication Skills Class-এর ব্যবস্থা করা হবে। এ ক্লাসে দৈনন্দিন কথোপকথন, Vocabulary, Pronunciation, Presentation, Public Speaking এবং প্রয়োজনীয় Communication Skills-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
১৪. অতিরিক্ত একাডেমিক ক্লাস ও বিষয়ভিত্তিক সহায়তা : শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা দূরীকরণ, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং একাডেমিক ফলাফল উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অতিরিক্ত/বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হবে। বিশেষ করে যেসব শিক্ষার্থী কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পিছিয়ে রয়েছে, তাদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী Remedial Class, Revision Class ও Subject-Based Special Class পরিচালনা করা হবে।
১৫. শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ : ইউকা কলেজিয়েট স্কুলের আবাসিক শুধু একাডেমিক ফলাফল নয়, বরং শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, নেতৃত্বগুণ, শৃঙ্খলা, আত্মনির্ভরশীলতা, যোগাযোগ দক্ষতা, শারীরিক সক্ষমতা, সৃজনশীলতা ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে নিয়মিত বিভিন্ন Co-curricular ও Extra-curricular Activities, প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, খেলাধুলা, নেতৃত্বমূলক কার্যক্রম ও জীবনদক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

উক্ত নীতিমালাসমূহ সকল আবাসিক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনাবাসিক শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক।

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল বিশ্বাস করে, একটি শিক্ষার্থীর প্রকৃত সাফল্য শুধু পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং জ্ঞান, নৈতিকতা, শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস, দায়িত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধের সমন্বয়েই একজন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। অতএব, ইউকা পরিবারের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুন্দর, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা, আস্থা ও সমন্বয় একান্তভাবে কামনা করছি।

অনাবাসিক

ইউকার অত্যাধুনিক সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রমে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য একটি মনিটরিং টিম রয়েছে। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে নিয়মিত অভিভাবকদের সাথে সমন্বয় এবং রিপোর্ট করার ব্যবস্থা রয়েছে। অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন পড়ার ডায়েরি পর্যালোচনা, পড়ার মান উন্নয়ন, কম্পিউটার ব্যবহার, সায়েন্স ল্যাব ব্যবহার, ল্যাংগুয়েজ ক্লাস, মাতৃভাষার সাথে ইংরেজি ও আরবিতে কথোপকথন, খেলাধুলা, নৈতিক চরিত্র গঠন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সাথে সমন্বয়-সাধন করে অভিভাবক ও পর্যবেক্ষণ টিমের প্রতিবেদন সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

হাউজ বিভাজন

১. বালক শাখা। যথা- ১. শাহ মখদুম হাউজ, ২. খানজাহান আলী হাউজ
২. বালিকা শাখা। যথা- ১. রাবেয়া বসরী রা. হাউজ, ২. বেগম রোকেয়া হাউজ

পরিবহণ ব্যবস্থাপনা

- প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সেবা প্রদানের জন্য E-Bus-এর ব্যবস্থা রয়েছে।
- দুই কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থানরত শিক্ষার্থী E-Bus-এ আসা যাওয়া করবে।
- ইউকা কলেজিয়েট স্কুলে একটি মাইক্রোবাসও রয়েছে। যার মাধ্যমে স্কুলের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যেমন- জাতীয় বিভিন্ন ইভেন্টে শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে যাওয়া, অফিসিয়াল কাজ, শিক্ষকদের বিভিন্ন কাজেও এ মাইক্রোবাস ব্যবহৃত হয়।
- শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট স্থানে অভিভাবক শিক্ষার্থীকে গাড়িতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গাড়িতে পৌঁছতে সক্ষম না হলে চালককে তা অবহিত করবেন। অন্যথায় শিক্ষার্থী গাড়িতে আসতে না পারলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।
- শিক্ষার্থী বাসায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গাড়ির চালক/আয়া/বয় সহায়তা করবেন।
- যান্ত্রিক ত্রুটি কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কোনো দিন শিক্ষার্থীদের পরিবহণ সম্ভব না হলে কর্তৃপক্ষ আগেই অভিভাবককে অবহিত করবেন এবং অভিভাবক নিজ দায়িত্বে ঐ দিন শিক্ষার্থীকে আনা-নেওয়া করবেন।
- পরিবহণ ভাড়া মাসিক টিউশন ফি-র সাথে প্রতি মাসের ১ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে।

পরিবহণের মাসিক ভাড়া

ই-বাস : প্রথম ১ কি.মি. ১,৫০০/- টাকা। পরবর্তী প্রতি কি.মি এর জন্য ৫০০/- টাকা হারে অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করতে হবে।

শিক্ষার্থী ইউনিফর্ম

বালক : সকল ক্লাস

প্যান্ট : নির্ধারিত ডিজাইনে ডার্ক সায়ান কালার (আরামদায়ক ফিটিংস)।

শার্ট : ফুল/হাফ হাতাওয়ালা (শীতকালীন ফুল হাতা এবং গ্রীষ্মকালীন হাফ হাতা) নির্ধারিত ডিজাইনে সায়ান কালার শার্ট। ডার্ক সায়ান কালারের টাই/শার্ট ফ্লাওয়ার টাই এবং ডার্ক সায়ান কালার ব্লেজার (শীতকালীন)।

অ্যাপুলেট (হাউজভিত্তিক) : খানজাহান আলী হাউজ- হলুদ। শাহ মখদুম হাউজ- লাল

জুতা : কালো জুতা। সাদা মোজা।

শ্রেণি ক্লাস ড্রেস : সাদা শার্ট। কালো প্যান্ট।

গেম ড্রেস : সাদা টিশার্ট। কালো ট্রাউজার।

বালিকা : প্রি-স্কুল থেকে সিনিয়র কেজি

সালোয়ার/প্যান্ট : নির্ধারিত ডার্ক সায়ান কালার (আরামদায়ক ফিটিংস)।

কামিজ/শার্ট : প্রি কোয়ার্টার হাতাওয়ালা নির্ধারিত ডিজাইনের সায়ান কালারের কামিজ/শার্ট, ডার্ক সায়ান কালার স্কার্ট, সাদা স্কার্ফ। ডার্ক সায়ান কালার ফুল হাতা কার্ডিগান (শীতকালীন)।

জুতা : কালো নির্ধারিত ডিজাইনের জুতা। সাদা মোজা।

বালিকা : প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি

সালোয়ার : নির্ধারিত ডার্ক সায়ান কালার (আরামদায়ক ফিটিংস)।

কামিজ : প্রি কোয়ার্টার হাতাওয়ালা নির্ধারিত ডিজাইনের সায়ান কালারের ফ্রক ও কোমরে বেল্ট, সাদা স্কার্ফ।

জুতা : কালো নির্ধারিত ডিজাইনের জুতা। সাদা মোজা।

বালিকা : ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি

সালোয়ার : নির্ধারিত ডার্ক সায়ান কালার (আরামদায়ক ফিটিংস)।

বোরকা : ডার্ক সায়ান কালার বোরকা, সাদা স্কার্ফ।

জুতা : কালো নির্ধারিত ডিজাইনের জুতা। সাদা মোজা।

অ্যাপুলেট (হাউজভিত্তিক) : বেগম রোকেয়া- হলুদ। রাবেয়া বসরি- লাল

ইউকা হিফয স্কুল

শেরওয়ানি/পাঞ্জাবি : নির্ধারিত ডিজাইনের সাযান কালার শেরওয়ানি/পাঞ্জাবি (আরামদায়ক ফিটিংস), টুপি পরিধানের ক্ষেত্রে সুতোয় বুনানো সাদা টুপি।

তাখসিস : সাদা পাঞ্জাবি। সাদা পাজামা। সাদা টুপি

প্যান্ট/পাজামা : নির্ধারিত ডিজাইনের ডার্ক সাযান কালার (আরামদায়ক ফিটিংস)।

শিক্ষার ক্ষেত্র, বিষয় ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

শিক্ষার ক্ষেত্র

১. ভাষা ও যোগাযোগ ২. গণিত ও যুক্তি ৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৪. ডিজিটাল প্রযুক্তি ৫. পরিবেশ ও জলবায়ু ৬. সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব ৭. জীবন ও জীবিকা ৮. ধর্ম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ৯. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-সুরক্ষা এবং সচেতনতা ১০. শিল্প-সংস্কৃতি

শিক্ষার বিষয় (জাতীয় কারিকুলাম অনুযায়ী)

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শাখার জন্য নির্ধারিত বিষয়সমূহ (জাতীয় কারিকুলাম ও ইউকার সমন্বয়ে)

■ বাংলা ■ ইংরেজি ■ আরবি ■ গণিত ■ বিজ্ঞান ■ সামাজিক বিজ্ঞান ও জীবনাচার ■ ধর্ম (নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের জন্য স্বতন্ত্র) ■ শিল্প-সংস্কৃতি

মাধ্যমিক শাখার জন্য নির্ধারিত বিষয়সমূহ (জাতীয় কারিকুলাম ও ইউকার সমন্বয়ে)

■ বাংলা ■ ইংরেজি ■ আরবি (৮ম শ্রেণি পর্যন্ত) ■ গণিত ■ বিজ্ঞান ■ বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ■ ধর্ম (নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের জন্য স্বতন্ত্র) ■ শিল্প-সংস্কৃতি (৮ম শ্রেণি পর্যন্ত) ■ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ■ কৃষি (বালক) ■ গার্হস্থ্য (বালিকা) ■ ৯ম ও ১০ম শ্রেণির বিভাগভিত্তিক বিষয়সমূহ।

বি.দ্র. শ্রেণি ও বয়স উপযোগী বিষয় (পড়া) উপস্থাপন করা হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

প্রত্যেক বিষয়ে ধারাবাহিক (ক্লাস) মূল্যায়ন, ক্লাস টেস্ট, মাসিক টেস্ট, মৌখিক ও ব্যবহারিক মূল্যায়ন, ভাষা দক্ষতা যাচাই, উপস্থিতি মূল্যায়ন এবং সেমিস্টারভিত্তিক (সামার ও উইন্টার) মূল্যায়ন করা হবে।

সার্বিক মূল্যায়ন ও নম্বর বণ্টন

- সেমিস্টারভিত্তিক লিখিত পরীক্ষা : ১০০ নম্বর (রূপান্তর ৭০)/৫০ নম্বর (রূপান্তর ৩৫)
- সেমিস্টারভিত্তিক SBA : ৩০ নম্বর = ধারাবাহিক মূল্যায়ন- ৫, মাসিক টেস্ট-১০, মৌখিক- ৫ ও উপস্থিতি- ৫, ভাষা দক্ষতা/ব্যবহারিক/এ্যাসাইনমেন্ট- ৫)/১৫ নম্বর =

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-২.৫, মাসিক টেস্ট-৫, উপস্থিতি-২.৫, মৌখিক-২.৫, ভাষা দক্ষতা/ব্যবহারিক/এ্যাসাইনমেন্ট- ২.৫)

চূড়ান্ত ফলাফল

সেমিস্টারভিত্তিক লিখিত পরীক্ষা ও সেমিস্টারভিত্তিক SBA-এর নাম্বারের সমন্বয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নাম্বারের গড়ের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়।

ইউকা হিফয স্কুল

মুসলিম হিসেবে অনেক বাবা-মা তার প্রিয় সন্তানকে কুরআনের হাফেয তৈরি করতে চান। কিন্তু বর্তমানে কুরআনের হাফেযগণ সমাজের মূলধারায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না। অনেক হাফেয আছেন, যারা সরাসরি কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বোঝার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হন না। আবার অনেককে দেখা যায় হিফয শেষ করতে যে সময় লাগে সে সময়ে জেনারেল ক্লাসগুলোতে পিছিয়ে পড়ে। স্কুলে হিফয-এর ব্যবস্থা না থাকায় অনেকেরই ধারণা কুরআনের হাফেয হওয়া মানেই মাদরাসায় পড়তে হবে। সে ক্ষেত্রে ইউকা একটি ব্যতিক্রমধর্মী আধুনিক হিফয স্কুল গড়ে তুলেছে। গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সেমিস্টারভিত্তিক নির্ধারিত সময়ে হিফয সম্পন্ন করার ব্যবস্থা। পাশাপাশি কুরআনের অর্থ ও মৌলিক ব্যাখ্যা বোঝার উপযোগী হাফেযে কুরআন হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ‘ইউকা হিফয স্কুল’।

সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে সব বাবা-মায়ের স্বপ্নই থাকে আকাশছোঁয়া। সেই স্বপ্নের পূর্ণতা পায় তখনই, যখন পার্থিব সাফল্যের পাশাপাশি শিশুর হৃদয়ে মহান রবের কালামের নূর প্রজ্বলিত হয়। ইউকা হিফয স্কুল কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি আধুনিক জেনারেল শিক্ষার সাথে কুরআনের জ্ঞানের এক অনন্য সেতুবন্ধন। আমরা বিশ্বাস করি, কুরআন শিক্ষা কোনো প্রতিযোগিতার নাম নয়, বরং এটি ভালোবাসার সাথে পথচলা। একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত ও হিফয যেন শিক্ষার্থীর জন্য আনন্দের হয়, সেই চিন্তা থেকেই আমাদের এই সুশৃঙ্খল ও চাপহীন কারিকুলাম সাজানো হয়েছে।

আমাদের এই বর্ণিল যাত্রায় শিক্ষার্থীদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী রয়েছে বিশেষায়িত বিভাগ

- নুরানি ও নাযেরা বিভাগ : যা তাজবীদসহ কুরআন তিলাওয়াতের সঠিক ও শুদ্ধ ভিত্তি গড়ে দেয়।
- সাফার আন নূর : যা সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কুরআনের মৌলিক জ্ঞান ও আমলকে জীবনে জীবন্ত করে তোলে।
- হিফয ও তাখসিস বিভাগ : যা শিক্ষার্থীর হাফেয হওয়ার স্বপ্নকে ধৈর্য ও নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ দেয়।

আমাদের শিক্ষকগণ প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অগ্রগতির দিকে সজাগ ও স্নেহশীল দৃষ্টি রাখেন, যেন সে নিজের গতিতেই কুরআনের সাথে এক গভীর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। আসুন, আপনার সন্তানের হাতে আধুনিক বিশ্বের চাবিকাঠি তুলে দেওয়ার

পাশাপাশি, তাদের হৃদয়ে গেঁথে দিই মহাশয় আল কুরআনের অমীম বাণী। আমাদের এ পবিত্র যাত্রায় আপনার সন্তানের পথচলা হোক নিরাপদ, আনন্দময় ও সফল।

ইউকা হিফয স্কুলের প্রতিটি বিভাগের বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলি

নুরানি বিভাগ

গ্রুপ (এ, বি ও সি) ভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি

ইউকা হিফয স্কুলে নুরানি বিভাগের পাঠদান প্রক্রিয়াটি সাধারণত গতানুগতিক ধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি শিক্ষার্থীর শেখার গতি ও মেধা ভিন্ন। তাই একজন শিক্ষার্থীর মান যাচাই না করে তাকে অন্যদের সাথে বসিয়ে দিলে তার মেধার সঠিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এ বাস্তবতাকে মাথায় রেখে আমরা নুরানি বিভাগকে তিনটি নির্দিষ্ট ক্যাটাগরিতে (গ্রুপ- এ, বি ও সি) বিন্যস্ত করেছি।

১. শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি

নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির সময় আমরা প্রথমে একটি নিবিড় যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করি। তার বর্তমান দক্ষতার ভিত্তিতে আমরা তাকে উপযুক্ত গ্রুপে স্থান দিই—

- গ্রুপ এ : যাদের ভিত্তি একদম প্রাথমিক পর্যায়ে থেকে শুরু করার প্রয়োজন।
- গ্রুপ বি : যাদের ভিত্তি মাঝারি মানের, তবে কিছুটা চর্চার প্রয়োজন।
- গ্রুপ সি : যাদের পূর্ববর্তী পড়াশোনার ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত।

২. কেন এ পদ্ধতি অনুসরণ?

সাধারণত অনেক প্রতিষ্ঠানে সব ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীকে একসাথে পড়ানো হয়, ফলে মেধাবীরা বিরক্ত হয় আর দুর্বলরা পিছিয়ে পড়ে। এ পদ্ধতিতে—

- পৃথক যত্ন : প্রতিটি গ্রুপের জন্য আলাদা শিক্ষক ও ক্লাসরুম নিশ্চিত করা।
- দ্রুত অগ্রগতি : সমমানের সহপাঠীদের সাথে পড়লে শিক্ষার্থী দ্রুত লক্ষ্য অর্জন করে।
- সঠিক মূল্যায়ন : এ পদ্ধতিতে কোনো শিক্ষার্থীই অবহেলিত থাকে না।

৩. আমাদের অঙ্গীকার—

এ পদ্ধতিতে শিক্ষক ও ক্লাসরুমের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আমরা একে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের জন্য ‘বিনিয়োগ’ মনে করি। আমরা শুধু সিলেবাস শেষ করি না, শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার ভিত্তি মজবুত করি। মেধার সঠিক বিকাশের স্বার্থে আমাদের এ ব্যতিক্রমী শিক্ষাব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

নুরানি ও জেনারেল

১. **সময় :** এ কোর্সে আধুনিক জেনারেল শিক্ষার পাশাপাশি একই সাথে নুরানি পাঠ্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
২. **সময়কাল :** এ কোর্সের শিক্ষার্থীদের নুরানির জন্য কিছুটা অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হয়। “যেহেতু শিক্ষার্থীরা একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি নুরানি করছে, তাই পূর্ণাঙ্গভাবে নুরানি শেষ করতে আনুমানিক ৬ থেকে ৯ মাস সময় লাগতে পারে।”
৩. **কোর্সের বিষয়সমূহ—**
 - কায়দা থেকে শুরু করে কুরআন নাযেরা (দেখে তিলাওয়াত) শেখা
 - জীবনঘনিষ্ঠ ৪০ হাদিস
 - আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত অভিধান ও অর্থসহ নির্বাচিত আয়াত
 - কুরআন ও হাদিসের আলোকে দু’আ ও মাসায়েল
 - মৌলিক বার্তা
 - কুরআনিক আরবি ব্যাকরণ
 - অর্থ বুঝে সালাত পড়ি এবং
 - জেনারেলের সকল বিষয়সমূহ। যেমন— বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ কোর্সের উল্লিখিত সময়সীমা শুধুমাত্র নিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। অর্থাৎ, যারা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থেকে চেষ্টা করবেন, তাদের জন্য সর্বোচ্চ ৬ থেকে ৯ মাস সময় প্রয়োজন।

নাযেরা ও জেনারেল

১. **সময় :** এ কোর্সে আধুনিক জেনারেল শিক্ষার পাশাপাশি একই সাথে নাযেরা পাঠ্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
২. **সময়কাল :** এ কোর্সের শিক্ষার্থীদের নাযেরার জন্য কিছুটা অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হয়। “যেহেতু শিক্ষার্থীরা একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি নাযেরা করছে, তাই পূর্ণাঙ্গভাবে নাযেরা শেষ হতে আনুমানিক ৯ থেকে ১২ মাস সময় লাগতে পারে।”
৩. **কোর্সের বিষয়সমূহ—**
 - কুরআন মাজীদ দেখে দেখে তাজবীদসহ বিশুদ্ধ তিলাওয়াত সম্পন্ন করা। অর্থাৎ হিফয শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চমানের নাযেরা যোগ্যতা অর্জন করাই এ পর্যায়ের মূল লক্ষ্য।
 - জীবনঘনিষ্ঠ ৪০ হাদিস
 - আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত অভিধান ও অর্থসহ নির্বাচিত আয়াত
 - কুরআন ও হাদিসের আলোকে দু’আ ও মাসায়েল
 - কুরআনিক আরবি ব্যাকরণ

- মৌলিক বার্তা
- অর্থ বুঝে সালাত পড়ি
- জেনারেলের সকল বিষয়সমূহ। যেমন- বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ কোর্সের উল্লিখিত সময়সীমা শুধুমাত্র নিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। অর্থাৎ যারা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থেকে চেষ্টা করবেন, তাদের জন্য সর্বোচ্চ ৯ থেকে ১২ মাস সময় প্রয়োজন।

হিফয ও জেনারেল

১. **সময় :** এ কোর্সে আধুনিক জেনারেল শিক্ষার পাশাপাশি একই সাথে হিফযুল কুরআন পাঠ্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
২. **সময়কাল :** এ কোর্সের শিক্ষার্থীদের হাফেয হওয়ার জন্য কিছুটা অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হয়। “যেহেতু শিক্ষার্থীরা একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি হিফয করছে, তাই পূর্ণাঙ্গভাবে হাফেজ হতে আনুমানিক ৪ থেকে ৬ বছর সময় লাগতে পারে।”
৩. **কোর্সের বিষয়সমূহ-**
 - পূর্ণ কুরআন মাজীদ নির্ভুলভাবে হিফয বা মুখস্থ করা।
 - জীবনঘনিষ্ঠ ৪০ হাদিস
 - আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত অভিধান ও অর্থসহ নির্বাচিত আয়াত
 - কুরআন ও হাদিসের আলোকে দু’আ ও মাসায়েল
 - কুরআনিক আরবি ব্যাকরণ
 - মৌলিক বার্তা
 - অর্থ বুঝে সালাত পড়ি এবং
 - জেনারেলের সকল বিষয়সমূহ। যেমন- বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ কোর্সের উল্লিখিত সময়সীমা শুধুমাত্র নিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। অর্থাৎ, যারা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থেকে চেষ্টা করবেন, তাদের জন্য সর্বোচ্চ ৪ থেকে ৬ বছর সময় প্রয়োজন।

সাফার আন নুর (আলোর সফর)

১. সমন্বয় : এ বিশেষ কোর্সটি সে সকল শিক্ষার্থীর জন্য, যাদের পক্ষে পূর্ণ হাফেয হওয়া কষ্টসাধ্য অথবা যারা সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কুরআনের মৌলিক জ্ঞান, তাজবিদ ও জীবন ঘনিষ্ঠ কুরআনিক শিক্ষা শিখতে আগ্রহী।
২. কোর্সের বিশেষ বৈশিষ্ট্য : এ কোর্সের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো- জীবন-ঘনিষ্ঠ এবং ব্যবহারিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচিত কুরআনের অংশবিশেষ অর্থসহ মুখস্থ করানো। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্যাহর সঠিক আমল ও দিকনির্দেশনা ধরে রাখতে সক্ষম হবে।

৩. সাফার আন নুর (আলোর সফর) এর বিষয়সমূহ-

- সম্পূর্ণ কুরআন নাযেরা ১০ বার
- বাছাইকৃত অংশ মুখস্থ
 ১. সুরা ইয়াসিন/৩৬
 ২. সুরা আর রহমান/৫৫
 ৩. সুরা আল ওয়াকিয়া/৫৬
 ৪. সুরা আল মুল্ক/৬৭
 ৫. সুরা আল ফাতহ/৪৮
 ৬. সুরা আল মুযাম্মিল/৭৩
 ৭. সুরা আল বাকারা/২ : আয়াত ২৫৫
 ৮. সুরা আল বাকারা/২ : শেষ ৩ আয়াত
 ৯. সুরা আল হাশর/৫৯ : শেষ ৩ আয়াত
 ১০. সম্পূর্ণ ৩০তম পারা
- জীবনঘনিষ্ঠ ৪০ হাদিস
- আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত অভিধান ও অর্থসহ নির্বাচিত আয়াত
- কুরআন ও হাদিসের আলোকে দু'আ ও মাসায়েল
- কুরআনিক আরবি ব্যাকরণ
- মৌলিক বার্তা
- অর্থ বুঝে সালাত পড়ি

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ কোর্সের পাঠ্যক্রম ৩ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, এ সময়সীমা শুধুমাত্র নিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।

পূর্ণকালীন বিশেষ হিফয বা তাখসিস

১. সমন্বয় : এটি সম্পূর্ণভাবে হাফেয হওয়ার লক্ষ্যে নিবেদিত একটি পূর্ণকালীন কোর্স।
২. সময়কাল : এ কোর্সের শিক্ষার্থীদের হাফেয হওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হয় না। শিক্ষার্থীদের একাডেমিক পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপ না থাকায় তুলনামূলক কম

সময়ে হিফয সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। তাই পূর্ণাঙ্গভাবে হাফেয হতে আনুমানিক ২ থেকে ৩ বছর সময় লাগতে পারে।

৩. পূর্ণকালীন বিশেষ হিফয বা তাখসিস এর বিষয়সমূহ

- পূর্ণ কুরআন মাজীদ নির্ভুলভাবে হিফয বা মুখস্থ করা।
- জীবনঘনিষ্ঠ ৪০ হাদিস
- আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত অভিধান ও অর্থসহ নির্বাচিত আয়াত
- কুরআন ও হাদিসের আলোকে দু'আ ও মাসায়েল
- মৌলিক বার্তা
- অর্থ বুঝে সালাত পড়ি
- কুরআনিক আরবি ব্যাকরণ
- বেসিক বাংলা
- বেসিক ইংরেজি
- বেসিক গণিত

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ কোর্সের উল্লিখিত সময়সীমা শুধুমাত্র নিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। অর্থাৎ, যারা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থেকে চেষ্টা করবেন, তাদের জন্য সর্বোচ্চ ২ থেকে ৩ বছর সময় প্রয়োজন।

হিফয সম্পন্নকরণ পরিকল্পনা

ইউকা হিফয স্কুলে কুরআন হিফযের লক্ষ্যমাত্রা ও সময়সীমার গাণিতিক বিশ্লেষণ নিচে তুলে ধরা হলো। ৯০০০ লাইন বিশিষ্ট কুরআন শরীফ মুখস্থ করার জন্য বার্ষিক ২৬৫ কর্মদিবসকে ভিত্তি ধরে এ পরিকল্পনাটি করা হয়েছে।

সময়ভিত্তিক হিফয পরিকল্পনা (গাণিতিক লক্ষ্যমাত্রা)

সময়কাল	মোট কর্মদিবস	প্রতিদিনের গড় হিফয (প্রায়)
১ বছর	২৬৫ দিন	৩৪ লাইন
২ বছর	৫৩০ দিন	১৭ লাইন
৩ বছর	৭৯৫ দিন	১২ লাইন
৪ বছর	১০৬০ দিন	৯ লাইন
৫ বছর	১৩২৫ দিন	৭ লাইন
৬ বছর	১৫৯০ দিন	৬ লাইন

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উল্লিখিত লাইন সংখ্যাগুলো একটি গড় হিসাব মাত্র। শিক্ষার্থীর মেধা, বয়স এবং অনুশীলনের ধারার ওপর ভিত্তি করে সবকের পরিমাণ প্রথম দিকে কম এবং সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকবে। আমাদের লক্ষ্য কেবল হিফয শেষ করা নয়, বরং মানসম্মত কুরআন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

শিখন প্রক্রিয়া

একজন শিক্ষার্থীর হিফয যাত্রায় সবক বা পাঠের পরিমাণ স্থির থাকে না। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে এটি সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য বিষয়টি অনুধাবন করা জরুরি।

- **প্রাথমিক পর্যায় (ভিত্তি তৈরি) :** হিফযের শুরুতে শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ক নতুন এ কৌশলের সাথে অভ্যস্ত হয় না। এ সময় প্রতিদিন ২, ৪ বা ৬ লাইন মুখস্থ করাই বড়ো সাফল্য। এ পর্যায়ে আমাদের মূল লক্ষ্য থাকে শুদ্ধ উচ্চারণ, মাখরাজ ও হিফযের বুনিয়াদি দক্ষতা তৈরি করা।
- **মধ্যবর্তী পর্যায় (অভ্যাস তৈরি) :** নিয়মিত অনুশীলনের ফলে শিক্ষার্থীর স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। তখন সে অনায়াসে ১০-১৫ লাইন পর্যন্ত সবক দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করে।
- **উন্নত পর্যায় (দক্ষতা অর্জন) :** শিক্ষার্থী যখন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন তার মস্তিষ্ক দ্রুত তথ্য ধারণ করতে পারে। তখন সে অনায়াসে ৩০, ৪০ এমনকি ৬০ লাইন পর্যন্ত সবক দিতে সক্ষম হয়।

হিফয একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শুরুতে সবকের পরিমাণ কম দেখে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, বরং ধৈর্য ও সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মেধার উৎকর্ষ সাধনই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

ইউকা টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল শিক্ষার্থীদের একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়নের এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরীক্ষা ও ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ব্রিটিশ কাউন্সিল অনুমোদিত বিভিন্ন পরীক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন সেবা, IELTS প্রস্তুতি ও মক টেস্ট, Primary ও Secondary English Test এবং Spoken English, Phonetics ও Junior Spoken English-এর মতো কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ভাষাগত ভিত্তি ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার পথ সহজ করতে প্রতিষ্ঠানটি দ্রুততম সময়ে নতুন মাইলফলক স্পর্শ করে। যেমন- ২০২৪ সালে বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ কাউন্সিল (British Council)-এর অফিশিয়াল পার্টনার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ এবং অনুমোদিত IELTS Registration Centre হিসেবে সেবা প্রদান শুরু করেছে। ২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাসম্পন্ন Computer-Based IELTS Exam Centre হিসেবে অফিসিয়াল অনুমোদন অর্জন করেছে। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে অত্যন্ত মনোরম ও কোলাহলমুক্ত পরিবেশে ব্রিটিশ কাউন্সিলের অফিসিয়াল IELTS পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০২৬ সালে শিক্ষার পরিধি আরও বিস্তৃত করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ভাষাদক্ষতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে Primary English Test এবং Secondary English Test-এর অনুমোদিত পরীক্ষা কেন্দ্র (Exam Venue) হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

আমাদের সেবা ও শিক্ষাক্রম

১. অনুমোদিত পরীক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন সেবা

- IELTS Registration Centre : ব্রিটিশ কাউন্সিলের অধীনে সরাসরি IELTS পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষা দেওয়ার সরাসরি সুবিধা।
- Computer-Based IELTS Exam Centre : বিশ্বমানের শান্ত ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে অফিসিয়াল কম্পিউটার-বেসড IELTS পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা।
- Primary & Secondary English Test Venue : প্রথম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের ইংরেজি দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য অনুমোদিত টেস্ট ভেন্যু।

- Standard IELTS Mock Test : অফিসিয়াল পরীক্ষার রিয়েল-টাইম অনুভূতি ও সঠিক মূল্যায়ন পেতে নিয়মিত Mock Test এর ব্যবস্থা।

২. ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা কোর্স

- IELTS Preparation Course : Listening, Reading, Writing এবং Speaking-এ চারটি মডিউলের ওপর অভিজ্ঞ মেন্টরদের নিবিড় দিকনির্দেশনা ও সর্বোচ্চ ব্যান্ড স্কোরের লক্ষ্যভিত্তিক প্রস্তুতি।
- Spoken & Phonetics Course : আন্তর্জাতিক মানের সঠিক উচ্চারণ (Pronunciation), উচ্চারণশাস্ত্র (Phonetics) এবং সাবলীলভাবে ইংরেজিতে যোগাযোগের বিশেষ প্রশিক্ষণ।
- Junior Spoken English Course : কম বয়সি শিক্ষার্থীদের মনে ইংরেজির ভীতি দূর করে শৈশব থেকেই ভাষার ভিত মজবুত করার উপযোগী বিশেষ কোর্স।

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল শিক্ষার্থীদের একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের ইংরেজি ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা অর্জনের জন্য একটি সমন্বিত সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের অনুমোদিত IELTS রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষা সেবা, কম্পিউটার-বেসড IELTS, Primary ও Secondary English Test এবং মানসম্মত মক টেস্টের পাশাপাশি IELTS Preparation, Spoken English, Phonetics ও Junior Spoken English কোর্স শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতাকে ধাপে ধাপে বিকশিত করার সুযোগ প্রদান করে। আধুনিক অবকাঠামো, অনুমোদিত পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পরিকল্পিত ভাষা প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে এ উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা, আন্তর্জাতিক পরীক্ষা ও ভবিষ্যৎ পেশাজীবনে প্রয়োজনীয় ইংরেজি দক্ষতা অর্জনের জন্য একটি সুসংগঠিত ভিত্তি তৈরি করেছে।

ইউকা পাবলিকেশন

আধুনিক মানসম্মত সমন্বিত শিক্ষাক্রম

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউকা পাবলিকেশন গবেষণা, অভিজ্ঞতা এবং আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা উপকরণ প্রকাশ করে আসছে। প্রতিটি প্রকাশনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষাধারা, শিশুমনস্তত্ত্ব, ভাষা-অর্জন, নৈতিক শিক্ষা এবং দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার আলোকে পরিকল্পিত ও প্রণীত। বিষয়ভিত্তিক প্রতিটি প্রকাশনার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষক, গবেষক, ভাষাবিদ, ইসলামি শিক্ষাবিদ, শিশু-শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষক এবং কারিকুলাম বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে পৃথক সম্পাদকীয় বোর্ড কাজ করে। ফলে প্রতিটি বই ও শিক্ষা উপকরণ মানসম্মত, গবেষণাসমৃদ্ধ, যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

গবেষণাভিত্তিক পাঠ্যবই

প্রি-প্রাইমারি ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ভাষা, সাক্ষরতা, চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা এবং মৌলিক শিক্ষার দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইউকা পাবলিকেশন প্রকাশ করেছে ইউকা হাতেখড়ি, ইউকা জুনিয়র, ইউকা সিনিয়র এবং বাংলা হাতেখড়ি। শিশুদের বয়স, শেখার ধরন এবং ধাপে ধাপে দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বইগুলো আকর্ষণীয় বিন্যাস, কার্যক্রমভিত্তিক উপস্থাপনা এবং গবেষণালব্ধ পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা আনন্দময় ও ফলপ্রসূ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করবে, ইনশাআল্লাহ!

ইসলামি শিক্ষা সিরিজ

নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ইউকা পাবলিকেশন প্রকাশ করেছে আল কুরআন চয়নিকা, জীবনঘনিষ্ঠ ৪০ হাদিস, সুরা ফাতিহাসহ আমপারা, আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত অভিধান ও অর্থসহ নির্বাচিত আয়াত, কুরআন ও হাদিসের আলোকে দু'আ ও মাসায়েল, কায়দা, মৌলিক বার্তা এবং অর্থ বুঝে সালাত পড়ি। কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভরযোগ্য উৎসের আলোকে সহজ ভাষা, প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা এবং জীবনঘনিষ্ঠ উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে সঠিক বিশ্বাস, বিশুদ্ধ ইবাদত, উত্তম চরিত্র এবং ইসলামী জীবনদর্শন গড়ে তোলাই এ প্রকাশনাগুলোর মূল উদ্দেশ্য।

দক্ষতাভিত্তিক অনুশীলন খাতা

শিক্ষার্থীদের হাতের লেখা, ভাষাগত দক্ষতা, গাণিতিক চিন্তাশক্তি, আরবি ভাষা শিক্ষা, সৃজনশীলতা এবং নান্দনিক রুচির বিকাশে ইউকা পাবলিকেশন প্রকাশ করেছে লেখা শিখি, লেখা অনুশীলন, বর্ণ ও শব্দ অনুশীলন, বাক্য অনুশীলন, রাইটিং প্রাকটিস, গণিত অনুশীলন, আরবি অনুশীলন, ছোটো ও বড়ো সাইজের আর্ট ও ক্যালিগ্রাফি খাতা। প্রতিটি অনুশীলন খাতা শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার লক্ষ্য, পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ এবং ধারাবাহিক দক্ষতা মূল্যায়নের বিষয় বিবেচনা করে এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা শেখার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতা অর্জন করতে পারে।

বিষয়ভিত্তিক অনুশীলন খাতা

দৈনন্দিন শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম, হোমওয়ার্ক, অনুশীলন এবং পরিচ্ছন্ন লেখার অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছে ছোটো ও বড়ো সাইজের সাধারণ খাতা, বাংলা খাতা, ইংরেজি খাতা, আরবি খাতা, গণিত খাতা, গণিত খাতা (প্রি-প্রাইমারি)। উন্নত মানের কাগজ, শিক্ষার্থী-বান্ধব বিন্যাস এবং ব্যবহারিক প্রয়োজন বিবেচনায় এগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে।

বিভিন্ন মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রণয়ন

ইউকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক ও একাডেমিক মূল্যায়নের জন্য রয়েছে স্টুডেন্টস ডায়েরি এবং ইউকা হিফয স্কুলের রয়েছে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য নুরানি প্রোগ্রেস রিপোর্ট, নাযেরা প্রোগ্রেস রিপোর্ট এবং হিফয প্রোগ্রেস রিপোর্ট। এর মধ্যে বিদ্যালয়, শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ, দৈনন্দিন পরিকল্পনা এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অগ্রগতি সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

ইউকা পাবলিকেশনের প্রতিটি প্রকাশনা কেবল একটি বই বা শিক্ষা উপকরণ নয়, বরং গবেষণা, আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান, নৈতিক মূল্যবোধ এবং ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে নির্মিত একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-দর্শনের বাস্তব রূপ। আমাদের বিশ্বাস, মানসম্মত শিক্ষা উপকরণই একজন শিক্ষার্থীর মেধা, চরিত্র, সৃজনশীলতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। সেই লক্ষ্যেই ইউকা পাবলিকেশন জ্ঞান, নৈতিকতা, দক্ষতা ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ একটি আদর্শ প্রজন্ম গঠনে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

ইউকা কালচারাল একাডেমি

মেধার বিকাশে শিল্প-সংস্কৃতি

“এসো সংস্কৃতির ছোঁয়ায়”-এই অনুপ্রেরণাদায়ক স্লোগানকে ধারণ করে ইউকা কালচারাল একাডেমি সুস্থ, সৃজনশীল ও মূল্যবোধনির্ভর সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের প্রতিভা বিকাশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠ্যশিক্ষার পাশাপাশি শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা একজন শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা, নান্দনিক রুচি, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইউকা কালচারাল একাডেমি মৌলিক সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ইতোমধ্যে একাডেমির উদ্যোগে অসংখ্য মৌলিক গান, কবিতা এবং চিত্রকর্ম নির্মিত হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তা, দেশপ্রেম, নৈতিকতা ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে যেসকল বিভাগ চালু রয়েছে তা হলো- সংগীত, আবৃত্তি ও উপস্থাপনা এবং চিত্রাঙ্কন ও ক্যালিগ্রাফি বিভাগ।

সংগীত বিভাগ

ইউকা কালচারাল একাডেমির সংগীত বিভাগে দেশাত্মবোধক, ইসলামী, লোকসংগীত, আধুনিক ও মৌলিক গানের ওপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের কণ্ঠের সঠিক পরিচর্যা, তাল-লয়, সুরের শুদ্ধতা, মঞ্চ পরিবেশনা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। একাডেমির উদ্যোগে নিয়মিত অডিও ও ভিডিও গান নির্মাণ করা হয় এবং যোগ্য শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও টেলিভিশন চ্যানেলে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে।

আবৃত্তি ও উপস্থাপনা বিভাগ

আবৃত্তি ও উপস্থাপনা বিভাগে উচ্চারণের শুদ্ধতা, কণ্ঠস্বরের নিয়ন্ত্রণ, বাচনভঙ্গি, মঞ্চ উপস্থাপনা, সংবাদ পাঠ, সঞ্চালনা, বক্তৃতা এবং যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিয়মিত কর্মশালা, মঞ্চচর্চা এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশ করা হয়। দক্ষ শিক্ষার্থীদের দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক, উপস্থাপনা এবং বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

চিত্রাঙ্কন ও ক্যালিগ্রাফি বিভাগ

চিত্রাঙ্কন বিভাগে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি, নান্দনিক বোধ এবং সৃজনশীল প্রকাশের বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পেনসিল স্কেচ, জলরং, প্যাস্টেল, অ্যাক্রেলিক, প্রকৃতি, স্থিতিচিত্র,

মানবচিত্রসহ বিভিন্ন মাধ্যমে চিত্রাঙ্কনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক আয়োজনে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত ও প্রস্তুত করা হয়।

ক্যালিগ্রাফি বিভাগে বাংলা, আরবি ও ইংরেজি ক্যালিগ্রাফির নান্দনিক রীতি, অক্ষরের সৌন্দর্য, ডিজাইন কম্পোজিশন এবং সৃজনশীল অলংকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইসলামি শিল্পধারার পাশাপাশি আধুনিক ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন কৌশলও শেখানো হয়। নিয়মিত অনুশীলন, প্রদর্শনী এবং প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করা হয়।

ইউকা কালচারাল একাডেমি-র চলমান কোর্সসমূহ-

১. সংগীত কোর্স
২. আবৃত্তি ও উপস্থাপনা কোর্স
৩. চিত্রাঙ্কন ও ক্যালিগ্রাফি কোর্স

প্রতিটি বিভাগে রয়েছেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, স্বনামধন্য ও জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষকবৃন্দ, যারা আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মেধাবী শিক্ষার্থীদের দেশের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জাতীয় প্রতিযোগিতা এবং বিশেষ মঞ্চে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে ইউকা কালচারাল একাডেমি নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইউকা কালচারাল একাডেমির লক্ষ্য শুধু একজন দক্ষ শিল্পী গড়ে তোলা নয়, বরং শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নৈতিকতা, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি ভালোবাসায় সমৃদ্ধ একটি আদর্শ প্রজন্ম গড়ে তোলা।

ইউকা কারাতে ক্লাব

আত্মরক্ষায়-শৃঙ্খলায়-আত্মবিশ্বাসে

বর্তমান সময়ে শিশু-কিশোরদের শারীরিক সুস্থতা, মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মরক্ষার দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারাতে শুধু একটি মার্শাল আর্ট নয়, এটি একটি জীবনদর্শন। নিয়মিত কারাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী শারীরিকভাবে সুস্থ, মানসিকভাবে দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইউকা কারাতে ক্লাব শিশু-কিশোর ও তরুণদের জন্য নিয়মিত কারাতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এখানে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা, আত্মরক্ষার দক্ষতা, মনোযোগ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও মনোযোগী প্রশিক্ষণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে—

১. বালকদের জন্য পৃথক ব্যাচ
২. বালিকাদের জন্য পৃথক ব্যাচ

আমাদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্য

কারাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের— শারীরিক শক্তি ও ফিটনেস বৃদ্ধি, আত্মরক্ষার দক্ষতা অর্জন, মনোযোগ ও মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা গড়ে তোলা, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ তৈরি করা।

চলমান প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ—

১. প্রাথমিক কারাতে প্রশিক্ষণ
২. বেসিক কারাতে প্রশিক্ষণ
৩. সেলফ-ডিফেন্স প্রশিক্ষণ

প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি

যোগ্য ও আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কারাতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা হবে। শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে— Kata, Kumite, Physical Fitness, Competition Discipline- সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাবে।

কেন ইউকা কারাতে ক্লাব?

শিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলাবোধ ও বাস্তব জীবনে আত্মরক্ষার দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে ইউকা কারাতে ক্লাব নিয়মিত ও নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। শিক্ষার্থীদের বয়স ও দক্ষতা বিবেচনায় পৃথক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং বালক ও বালিকাদের জন্য রয়েছে পৃথক ব্যাচের ব্যবস্থা। প্রশিক্ষণে শারীরিক ফিটনেস, আত্মরক্ষা ও কারাতে কৌশলের পাশাপাশি নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও অনুপ্রেরণামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়। যোগ্য ও আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কারাতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্যও বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়।

আপনার সন্তানের শক্তি ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলুন। কারাতে শেখা মানে শুধু ঘুষি বা লাথি শেখা নয়। কারাতে শেখা মানে— নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, বিপদে শান্ত থাকা, শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা। আজকের প্রশিক্ষিত শিশু আগামী দিনের আত্মবিশ্বাসী ও সক্ষম মানুষ।

ভর্তিসংক্রান্ত তথ্য

এককালীন ভর্তি ফি

নতুন শিক্ষার্থী			চলমান শিক্ষার্থী
ক্রম	খাতসমূহ	টাকার পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
১	ভর্তি ফি	২০,০০০/-	-
২	সেশন চার্জ ও সংস্থাপন	১৪,০০০/-	১৪,০০০/-
৩	ল্যাব (কম্পিউটার, সায়েন্স, প্লে-গ্রাউন্ড ইত্যাদি)	ফ্রি	ফ্রি
৪	বার্ষিক/ষাণ্মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রকাশনা	ফ্রি	ফ্রি
৫	মেডিক্যাল (প্রাথমিক চিকিৎসা)	ফ্রি	ফ্রি
মোট এককালীন প্রদেয়		৩৪,০০০/-	১৪,০০০/-
আবাসিক ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সংস্থাপন ফি যোগ হবে			৫,০০০/-
শুধু হিফয স্কুল ভর্তি ফি			৫,০০০/-

মাসিক টিউশন ফি

ইউকা কলেজিয়েট স্কুল

শিক্ষার্থীর ধরন	টাকার পরিমাণ
প্রি-প্রাইমারি	২,৫০০/-
প্রাইমারি	
মাধ্যমিক	৩,০০০/-

ইউকা হিফয স্কুল

শিক্ষার্থীর ধরন	টাকার পরিমাণ
নুরানি	১,৫০০/-
নাযেরা	২,০০০/-
সাফার আন নূর	২,৫০০/-
হিফয	৩,০০০/-
তাখসিস	৫,০০০/-

আবাসিক মাসিক ফি

ক্রম	খাতসমূহ	টাকার পরিমাণ
১.	একাডেমিক টিউশন ফি	৩,০০০/-
২.	খাবার ৩ বেলা	৪,০০০/-
৩.	নাশতা ২ বেলা	১,৫০০/-
৪.	শ্রুপ ক্লাস	২,০০০/-
৫.	হোস্টেল সিট ভাড়া	৩,৫০০/-
৬.	মেডিক্যাল, খেলাধুলা ও শরীর-চর্চা	১,০০০/-
৭.	ইউটিলিটি	১,০০০/-
মোট		১৬,০০০/-

অন্যান্য ফি/মূল্য

নিম্নোক্ত ফি/মূল্য কর্তৃপক্ষ বাস্তবতার আলোকে নির্ধারণ করবেন।

- পরীক্ষা ফি, পরিচয়পত্র, ইউনিফর্ম
- বই, ডায়েরি, স্টেশনারি, অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ।
-

টিউশন ফি প্রদান প্রক্রিয়া

প্রতি মাসের ১ তারিখ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে চলতি মাসের টিউশন ফি পরিশোধ করতে হবে এবং সেশন চার্জ সামার ও উইন্টার সেশন-এ দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে, তবে একসাথেও পেমেন্ট করা যাবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে টিউশন ফি পরিশোধে ব্যর্থ হলে বিলম্বের জন্য দৈনিক ৫০ টাকা হারে জরিমানাসহ পরিশোধ করতে হবে। জরিমানার টাকা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ ফাণ্ডে জমা হবে এবং গরিব-মেধাবী শিক্ষার্থী ও মানবকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজে ব্যয় করা হবে। পরপর ২ মাস নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে টিউশন ফি দিতে ব্যর্থ হলে উক্ত শিক্ষার্থী ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এবং পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

টিউশন ফি সরাসরি স্কুলের নিজস্ব অ্যাপ্‌স এবং হিসাব শাখার মাধ্যমে জমা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া ব্যাংক, বিকাশ এবং অন্যান্য নির্ধারিত পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমেও টিউশন ফি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

অভিভাবকের মতামত গ্রহণ

একটি প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। তন্মধ্যে অভিভাবকের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ঢাকায় অবস্থানরত অভিভাবকগণ খুবই সচেতন। তারা নিজেদের সন্তান কিংবা প্রতিবেশী ও বন্ধুদের সন্তানরা যেসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে সেখানকার গুণগত মানকে অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে খুব সহজেই তুলনা করতে পারেন। সে বিবেচনায় ইউকায় নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে অভিভাবকদের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশ্নমালায় অভিভাবকের নাম পরিচয় গোপন থাকবে। অভিভাবকদের স্বাধীন মতামত ইউকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। অভিভাবকগণ থেকে প্রাপ্ত মতামত একটি প্রতিবেদন আকারে তৈরি করে যেসব দিকে মান কম পাওয়া যায় সে দিকগুলো উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

এছাড়াও নিয়মিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সম্মানিত অভিভাবকদের সরাসরি মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করে শিক্ষা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আসুন! সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ইউকা শিক্ষা পরিবারে যুক্ত হয়ে আমাদের সন্তানদের জীবনকে সফল করার পথ সুগম করি। ইউকা কলেজিয়েট স্কুল আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নত ও আলোকিত জীবন গঠনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

অ্যালবাম

ইউকা কলেজিয়েট স্কুলের সচিত্র